CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-232 ■ 2 June, 2025 ■ আগরতলা ২ জুন, ২০২৫ ইং ■ ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

■ রাজ্যে ২০১টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত ■ আগরতলায় বহু এলাকা জলমগ্ন ■ হাওড়া বিপদ সীমার উপরে বইছে

৬০টি ত্রাণ আশ্রিত ১০,৬০০ জন শরণার্থী

পশ্চিম ও খোয়াই জেলায় লাল সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। ত্রিপুরায় ভারি বর্ষণে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৬০ টি ত্রাণ শিবিরে ২৮০০ পরিবারের ১০, ৬০০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। এরমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৪৮-টি, খোয়াই জেলায় ৩টি, ঊনকোটি জেলায় ৩টি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৬টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এদিকে, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ২০১টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এই সংবাদ জানিয়েছেন। এদিকে, আবহাওয়া দফতর আগামীকাল পশ্চিম ও খোয়াই জেলায় লাল সতর্কতা জারি করেছে।

আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী সক্রিয় বর্ষাকালীন পরিস্থিতি এবং অত্যাধিক আর্দতা প্রবাহের ফলে ৩১ মে ও ১ জুন ত্রিপুরা জুড়ে ব্যাপক ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। চলমান এবং পূর্বাভাসপ্রাপ্ত আবহাওয়ার প্রেক্ষিতে আজ ও আগামীকালের

জন্য রাজ্যের সমস্ত জেলায় সতর্ক জারি করা হয়েছে। কিছু স্থানে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা প্রবল। মুখ্যমন্ত্রী নিয়মিত পরিস্থিতির পর্যালোচনা করছেন। রাজস্ব সচিব সমস্ত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। জেলা প্রশাসকরা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

২৪ ঘন্টায় ভারি বর্ষণের হিসেবে দেখা গেছে বোধজং নগর (পশ্চিম ত্রিপুরা) ১৯৮.৫ মিমি, কৈলাসহর (ঊনকোটি) ১৯২.২ মিমি, জিরানিয়া (পশ্চিম ত্রিপুরা) ১৭৫.৫ মিমি এবং আগরতলা (পশ্চিম ত্রিপুরা) ১৪০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ভারি বর্ষণে জলমগ্ন এলাকায় উদ্ধারকার্য্যে মোট ১৪টি উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরায় ১১টি এবং ঊনকোটিতে ৩টি উদ্ধারকারী দল উদ্ধারকার্য্যে নিয়োজিত রয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরায় এনডিআরএফ-২, এসডিআরএফ-৩, অসম রাইফেলস-১, ফায়ার সার্ভিস-১, সিভিল ডিফেন্স/আপদা মিত্র/ভারত স্কাউটস ও গাইডস-৪টি উদ্ধারকারী দল এবং ঊনকোটি জেলায় এনডিআরএফ-১ এবং সিভিল ডিফেন্স/আপদা মিত্র-২টি উদ্ধারকারী দল উদ্ধারকার্য্য চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজস্ব সচিব।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মোট ৬০টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। তাতে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৪৮টি, খোয়াই জেলায় ৩টি, ঊনকোটি জেলায় ৩টি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৬টি ত্রাণ শিবির রয়েছে। সেখানে আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ২, ৮০০ পরিবার ও ১০,৬০০ জনের বেশি মানুষ। এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা, উনাকোটি, ধলাই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বিভিন্ন রাস্তায় গাছপালা পড়ে ও ভূমিধসে সাময়িকভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। তবে, স্বেচ্ছা সেবক, এসডিআরএফ, বন দপ্তর, পূর্ত দফতর এবং কুইক রেসপন্স টিম দ্রুত পরিষ্কার করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেছে। কাজ এখনো চলমান রয়েছে, বলেন রাজস্ব সচিব।

সাথে তিনি যোগ করেন, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, মোট ২০১টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৯২টি গুরুতরভাবে এবং ১০৯টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত হিসাব চলছে। প্রধানত ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হল গোমতি, খোয়াই, সিপাহিজলা ও উত্তর ত্রিপুরা। এদিকে, আগরতলায় হাওড়া নদীর জলস্তর বিকেল ৫টায় ছিল ১০.৯১ মিটার, যা বিপদসীমার ওপরে দিয়েই বইছে। যদিও সকাল থেকে জলস্তর স্থির ছিল এবং এক ঘণ্টা আগে থেকে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ সতর্কভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

রাজস্ব সচিব বলেন, আগরতলায় ১৭টি পাম্প হাউস রয়েছে। হাওড়া ও কাটাখাল নদীতে বৃষ্টির জল নিষ্কাশনে ওই পাম্পের মাধ্যমে দ্রুত কাজ চলছে। গতকাল ২ ঘণ্টার মধ্যে ভারী বৃষ্টির ফলে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রবল বর্ষণে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত, উদ্ধার কাজ অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। হাওড়া নদীর জল প্লাবিত হয়ে চন্দ্রপুর, বলদাখাল , শ্রীলঙ্কাবস্তি পশ্চিম চাম্পামুড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। হাজার হাজার মানুষ জলবন্দী। অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন ত্রান শিবিরে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন চন্দ্রপুর বলদাখাল রোড, শ্রীলংকাবস্তি, পশ্চিম চাম্পমুরা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জল প্লাবিত হয়ে জীবনযাত্রা বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাজার হাজার মানুষ জল প্লাবিত এলাকায় জলবন্দী হয়ে পড়েছেন। জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে ডিজিস্টার ম্যানেজমেন্টের লোকজনরা বিপন্ন মানুষজনদের উদ্ধারের জন্য বোট নিয়ে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। গত তিনদিন ধরেই বৃষ্টিপাত চলছে। গতকাল বিকেল থেকেই মানুষের বাড়ি ঘরে জল ঢুকতে শুরু করে। মাঝরাত থেকে পরিস্থিতির বিপদজনক আকার ধারণ করে। প্রশাসনের তরফ থেকে মাইকযোগে রাতে চরম সতর্কতা জারি করা হয়। প্লাবিত এলাকার লোকজনদের নিরাপদ আশ্রয়স্থানে চলে যাওয়ার জন্য বলা হয়।

যথারীতি ডিজিস্টার ম্যানেজমেন্টের উদ্ধারকারী দল

বোট নিয়ে বিপন্ন মানুষদের উদ্ধারের কাজে সামিল হয়। যারা ত্রান শিবিরে আশ্রয় নিতে পারেননি তাদেরকে বাড়িঘরে শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। ত্রান শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারীদের রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। এবারের বন্যা জনিত পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজন মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। পরপর দু"বছর বন্যার কবলে পড়ে বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং শাসকদলের জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা বন্যা কবলিত এলাকার মানুষজনের খোঁজখবর নিতে ছুটে এসেছেন। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিজে নৌকা করে বন্যা দুর্গত মানুষদের বাড়িঘরে শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। জল এখনো বাড়ছে। ফলে বন্যা পরিস্থিতি আরো চরম আকার ধারণ করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এদিকে চন্দ্রপুর কাশিপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আশাম আগরতলা জাতীয় সড়ক জলপ্লাবিত হওয়ায় যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এদিকে, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যা কবলিত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। রাজধানীর বন্যা কবলিত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সেই সঙ্গে বন্যা কবলিত এলাকায় এখনো যারা বাড়িঘরে রয়েছেন তাদের প্রশাসনিক নির্দেশ মেনে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসন পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগকে উপেক্ষা করে মুখ্যমন্ত্রী আজ রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য ও আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাশে নিয়ে বন্যা কবলিত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। খতিয়ে দেখেন দুর্য্যোগ মোকাবিলার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা। উল্লেখ্য, দুদিনের টানা বর্ষণে আগরতলা সহ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়। সেই সঙ্গে হাওড়া নদী ও কাটাখালের জলস্তর বৃদ্ধি পায়। এতে নদী তীর সংলগ্ন বহু বাড়িঘরে বন্যার জল ঢুকে যায়। যে কারণে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে হয় বহু মানুষকে।

বন্যার্তদের আশ্রয় দিতে পশ্চিম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় একাধিক ত্রাণ শিবির খোলা হয়। রবিবার দুপুরে জনপ্রতিনিধি ও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে নিরাপদে থাকার আবেদন বিপ্লবের

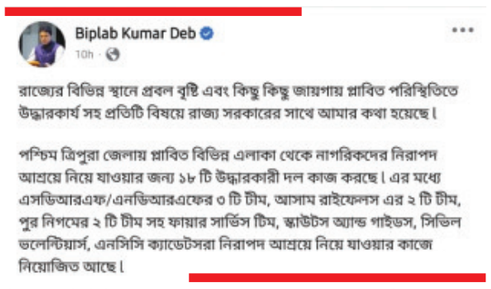

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। রাজ্যে টানা ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাসহ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। প্লাবনের কারণে বহু মানুষ নিজ নিজ বাড়িতে আটকে পড়েছেন। রাজ্যের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব তাঁর সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন।

তিনি জানান, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিজনিত ও প্লাবিত পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ হয়েছে এবং উদ্ধারকাজসহ সমস্ত বিষয়ে সমন্বয় বজায় রাখা হচ্ছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার প্লাবিত এলাকাগুলিতে বর্তমানে মোট ১৮টি উদ্ধারকারী দল কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে এসডিআরএফ/এনডিআরএফ-এর ৩টি টিম, আসাম রাইফেলস-এর ২টি টিম, পুর নিগমের ২টি টিম, ফায়ার সার্ভিস, স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, সিভিল ভলেন্টিয়ার্স এবং এনসিসি ক্যাডেটদের সমন্বয়ে গঠিত দল।

বিপ্লব দেব জানান, ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কা বস্তি, বলদাখাল, প্রতাপগড়, এএমসি-র রাধানগর (২১ নম্বর ওয়ার্ড) সহ অধিক প্লাবিত অঞ্চলগুলি থেকে ১ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছে। পাশাপাশি, সদর মহকুমায় ২৪টি এবং জিরানিয়া মহকুমায় ৪টি, মোট ২৮টি সরকারি শেল্টার হাউজে প্রায় ১৩০০টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতেও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রশাসনের তরফ থেকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশে সাংসদ বিপ্লব দেব আহ্বান জানিয়েছেন, কেউ যেন আতঙ্কিত না হন। যেকোনো প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন তিনি। একইসঙ্গে সকলকে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে নিরাপদে থাকার অনুরোধ জানান।

বন্যা পরিস্থিতিতে স্থগিত ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির কারণে ২ জুন থেকে ৪ জুন পর্য্যন্ত নির্ধারিত ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আওতায় সমস্ত ইউজি, বিটেক এবং ডিপ্লোমা পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে।

এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির কারণে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জুন থেকে পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ইউ জি/ বিটেক/ডিপ্লোমা পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলোর পরবর্তী দিনক্ষণ চূড়ান্ত করে জানানো হবে।

বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি চোরাকারবারি নিহত, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ জুন।। ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি চোরাকারবারি নিহত হয়েছে। শনিবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ ত্রিপুরার উত্তর জেলার রাঙ্গাউটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দেবীপুর সীমান্ত এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম প্রদীপ বৈদ্য। তার বাড়ি কুলাউড়া উপজেলার দত্তগ্রাম এলাকায়। তিনি একই এলাকার শৈলেন্দ্র বৈদ্যের ছেলে।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই রাতে দেবীপুর সীমান্তে টহলদারি চালানোর সময় বিএসএফ সদস্যরা সীমান্তের কাছে কয়েকজনের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন। এরপর সন্দেহভাজনদের থামতে এবং আত্মসমর্পণ করতে বলা হলে তারা বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলার চেষ্টা করে। তখন আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ গুলি চালায়। এতে প্রদীপ দেব গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যান।

ঘটনার পর বাকিরা পালিয়ে যায়। পরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রদীপ দেবকে উদ্ধার করে দ্রুত উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই ঘটনার জেরে সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্য ও সাময়িক উত্তেজনা ছড়ালেও বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রবল বৃষ্টি এবং ভূমিধসে বিপর্যস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। প্রবল বৃষ্টি এবং ভূমিধসে বিপর্য্যস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ। গত দু'দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টিতে অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরামে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩০ জনের। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। ভারী বৃষ্টির জেরে ইতিমধ্যেই ভেসে গিয়েছে অসমের ৬টি জেলা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ। ত্রাণের পাশাপাশি বন্যা দুর্গতদের উদ্ধারের কাজে নেমেছে জাতীয় এবং রাজ্য বিপর্য্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এখনও পর্য্যন্ত সেখানে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের।

আগামী কয়েকদিন অসমে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। তাছাড়া অসমের ১২টি জেলায় ভূমিধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,২ জুন,২০২৫ ইং
১৮ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্লাস্টিকের ব্যবহার বিপজ্জনক

প্লাস্টিক কিংবা পলিব্যাগ এর ব্যবহার বিপদজনক হইয়া উঠিতেছে। জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক বড় ধরনের বাধার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। গত তিনদিন ধরিয়া আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে ইহার পিছনেও প্লাস্টিকের ব্যবহার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে। কেননা বিভিন্ন জল নিষ্কাশনে ড্রেনগুলিতে পলিব্যাগ কিংবা প্লাস্টিক ফেলার পরিণতিতে জল তার নির্ধারিত গতিতে নিষ্কাশিত হইতে পারে নাই। জল জমাট বাঁধিয়া ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে।

মানব সভ্যতার ক্রমউন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়া প্লাস্টিকের ব্যবহার আমাদের সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। যে কোন কাজে প্লাস্টিককে অপরিহার্য বলিয়াই আমরা ধরিয়া নিয়াছি। ফলশ্রুতিতে প্লাস্টিকের কুপ্রভাব আমাদের সমাজ জীবনে মারাত্মক সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার অব্যাহত থাকিলে পরিবেশ ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। মানব সভ্যতাকে টিকাইয়া রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া উঠিবে। বিলম্বে হইলেও দেশের সরকার এবং পরিবেশবিদরা বিষয়টি অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সেই কারণেই দেশের সর্বত্র পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য প্রয়াস শুরু হইয়াছে। এই প্রয়াসকে সার্বজনীন রূপ দিতে হইবে। অন্যতায় ভয়ংকর পরিণতি হইতে আমরা কোনভাবেই রেহাই পাইব না। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করিয়াই প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।১জুলাই থেকে সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত এবং এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উৎপাদন, বিপণন, মজুতদার, বিক্রয় এবং ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে। রাজ্যের পরিবেশ দফতরের পক্ষ থেকে আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ আবিষ্কার হইবার আগে বাজার থেকে মাছ বা মাংস আনিবার জন্য ছিল কাপড় বা চটের থলি কিংবা কঞ্চি দিয়া বোনা কলসাকৃতির খালুই, তেল আসত গলায় দড়ি বাঁধা কাচের শিশিতে, আইসক্রিম নামক রঙিন বরফ ধরিবার জন্য থাকত বাঁশের কাঠি। উৎসব-অনুষ্ঠানে পাত পেড়ে খাওয়ার জন্যে পড়ত কলাপাতা, কোথাও বা পদ্মপাতা। গরম ভাত-তরকারির ভাপে আমরে ওঠা সবুজ পাতা থেকে অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ ছড়াইত।দৈনন্দিন জীবন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া ওঠা প্লাস্টিক জল, বায়ু এবং মাটিকে প্রতিনিয়ত দূষিত করিয়া জল, স্থল, অন্তরিক্ষে বসবাসকারী অসংখ্য প্রাণী-উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মাত্রাহীন প্লাস্টিকের ব্যবহার শহুরে নিকাশিব্যবস্থা থেকে শুরু করিয়া বাস্তুতন্ত্রকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে শুধুমাত্র প্লাস্টিক জমা হইয়া ৬০০ বর্গকিলোমিটার ভাসমান দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বহু সামগ্রীতেই প্লাস্টিকের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য। মগ, বালতি, জলের বোতল থেকে শুরু করিয়া কম্পিউটারের নানা যন্ত্রাংশ, এমনকি কারেন্সি নোটে পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে প্লাস্টিক। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে, এ দেশের ৬০টি বড় শহরের দৈনিক প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ২৫৯৪০ টন। প্রশ্ন হইল, শুধুমাত্র এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বন্ধ হইলেই কি আমরা প্লাস্টিকের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পাইব? প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা বুঝিতে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর মোড়ক হিসেবে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের দিকেও নজর ঘোরানো দরকার। 'প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়া যখন সারা বিশ্বে 'গেল গেল' রব, তখন ভারতের চিত্রটা কেমন? কয়েক দশক ধরিয়া বেশ কিছু রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্টে কিছু উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

তবে এ কথাও সত্যি, শুধুমাত্র সরকারের উপর দায় চাপাইয়া হাত ধুইয়া ফেলা যায় না। ব্যাগ নিয়া দোকান-বাজারে যাওয়া কিংবা অনুষ্ঠানে কলাপাতা বা শালপাতার ব্যবহার কী এমন কঠিন কাজ? এ ব্যাপারে নিজেদের সচেতনতাই শেষ কথা। সাধারণ মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন করা সম্ভব না হইলে অদূর ভবিষ্যতেই এর ভয়ংকর পরিণতি আমাদেরকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান। এখনো সময় আছে পলিথিনের ভয়ংকর প্রভাব হইতে আমাদেরকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বিষয়ে শুধুমাত্র সরকার কিংবা পরিবেশবিদদের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। দেশের সমস্ত অংশের জনগণকে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

পলিব্যাগ নিষিদ্ধ করা হইলেও রাজ্যের বাজার গুলিতে এখনো পলিব্যাগের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হইতেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ দপ্তর এই ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রচার করে নিও বাস্তবে ইহার বিন্দু বিসর্গ নজরে আসিতেছে না। আইনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিলে কি করিয়া এখনো পলিব্যাগ বাজারে কিভাবে বহাল তবিয়তে রহিয়াছে? এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিবেন বলে মনে হয় না। প্রত্যেকেই দায় সারাভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। সেই কারণেই পলিব্যাগের কবল হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

তথ্য-গঙ্গা, যমুনা-সূত্র এবং সরস্বতী গণনা নিয়ে 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম'

শোভনলাল চক্রবর্তী

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম মেধা নিয়ে দুনিয়া জুড়ে বিস্তর শোরগোল। যন্ত্রমেধ্য আশীবাদ না অভিশাপ, সে-প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তথ্যপ্রযুক্তির বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে নাগরিক চণ্ডীমণ্ডপের সর্ববিদ্যা বিশারদ কথককুল অবধি সকলেই, প্রতি দিন "এআই" সম্পর্কে নিত্যনতুন চিন্তার খোরাক নিয়ে আসছে নানা বক্তৃতা, রকমারি প্রতিবেদন, বিস্তর প্রবন্ধ এবং বইপত্র। এই অন্তহীন কথাসরিৎসাগরে একটি নতুন কথা যোগ করেছে ভারতের একটি সংস্থা। কথাটি কেবল নতুন নয়, অভিনব। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ এআই-বিশেষজ্ঞরাও এ পর্যন্ত তেমন কথা ভেবে উঠতে পারেননি। সংস্থাটির নাম: বাজা অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন বা এআইসিটিই। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-সহ দেশের প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথাযথভাবে পঠনপাঠন চালানোর ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া, সাহায্য করা এবং তদারকি করাই এই সংস্থার প্রধান কর্তব্য। এআইসিটিই নতুন বছর উপলক্ষে প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বার্তা পাঠিয়েছে। শুভেচ্ছার বার্তা, অনুপ্রেরণারও। এমন বার্তা পাঠানো নিতান্তই বার্ষিক রীতি। কিন্তু এ বছরের বাতাটিতে প্রচলিত বীতির গণ্ডি অতিক্রম করে এক অ-সামান্য প্রজ্ঞার বাণী সংযুক্ত করেছেন তদারকি সংস্থার পরিচালকেরা। সেই বাণী কেবল চমৎকৃত করে না, স্তম্ভিত করে দেয়। কী সেই বাণীঃ নববর্ষের ওই নববার্তায় লেখা হয়েছে যে, এই বছরটি যন্ত্রমেধার কুম্ভমেলায় পরিণত হতে চলেছে। গঙ্গা যমুনা এবং (লুপ্ত বা কল্পিত) সরস্বতীর ত্রিবেণীসঙ্গমে যেমন কুম্ভমেলার সমারোহ বসে, এআই নামক প্রযুক্তিও মূল তেমনই এক মহাসঙ্গমের পরিসর হয়ে উঠবে। তাঁদের বক্তব্য, কৃত্রিম মেধা তিনটি বস্তুর সম্মিলনে সঞ্জাত: ডেটা বা তথ্য, অ্যালগরিদম বা সূত্রমালা এবং কম্পিউটেশনাল পাওয়ার বা গণনাশক্তি। এমন তিনটি রূপকের ব্যহস্পর্শ বাস্তবিকই সাহারায় শিহরন জাগাতে পারে। কিন্তু এইটুকু সৃষ্টি করেই এআইসিটিই-র প্রষ্টারা সন্তুষ্ট বা নিরস্ত হননি, ত্রিবেণীর তিনটি "বেণী"কেও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাঁরা- তথ্য হল গঙ্গা, সুত্রমালা যমুনা এবং গণনাশক্তি সরস্বতী। কেন, কোন হিসাবে এই পরিচিতিগুলিই নির্ধারিত হল, অন্য রকম হল না, তার কোনও ব্যাখ্যা অবশ্য এখনও পাওয়া যায়নি। হয়তো ক্রমে ক্রমে সেই রহস্যও জানা যাবে। কে বলতে পারে, অচিরেই হয়তো প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রীদের এই বিষয়ে গবেষণা করতে হবে- তথ্য গঙ্গা, যমুনা সূত্র এবং সরস্বতী-গণনা নিয়ে "ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম" সংক্রান্ত বড় বড় সম্মেলনে লম্বা লম্বা অধিবেশন হবে, সেখানে রাশি রাশি গবেষণাপত্র পঠিত হবে। কষ্টকল্পিত কৌতুক? উদ্ভটরসের রসিকতা? যে দেশে প্রযুক্তিশিক্ষার অধিকর্তারা যন্ত্রমেধাকে অবলীলাক্রমে কুম্ভমেলা বানিয়ে দেন, সেখানে বাস্তবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্য কোনও কল্পনাশক্তি বা উদ্ভটরসের থাকতে পারে না। তবে কিনা, এই উদ্ভট এবং উৎকট ব্যতাটির প্রকৃত কার্যকারণসূত্র বুঝে নিতে বিশেষ কোনও সমস্যা নেই। মনে রাখতে হবে, এই বছর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মহাকুম্ভ। কুম্ভমেলার এই রাজকীয় তথা মেগা তথা ম্যাগনাম সংস্করণটি বারো বছর অন্তর ইলাহাবাদে গঙ্গা-যমুনার মিলনভূমিতে ফিরে আসে। এ বার তার বিশেষ মহিমা। কারণ, ভারত শাসন করছেন নরেন্দ্র মোদী, উত্তরপ্রদেশের গদিতে অধিষ্ঠিত যোগী আদিত্যনাথ এবং ইলাহা-বাদের নাম হয়েছে প্রয়াগরাজ। এ-ও এক ত্যহস্পর্শ বইকি। এই ত্রিধারার প্রকৃত উৎস অবশ্যই সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদ। এই বস্তুটি কেবল রাজনীতির পরিসরে তার আধিপত্য বিস্তার করে ক্ষান্ত হয়নি, আপন ধ্যানধারণা চারিয়ে দিয়ে চলেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বিশেষ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের চিন্তায় ও মানসিকতায় এক ধরনের যুক্তিহীন অতীতচারী কুসংস্কারের দাপট বেড়ে চলেছে ভয়াবহ ভাবে। এই ভূতগ্রস্ত মানসিক অন্ধকারই গণেশের প্রতিমায় প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারির প্রমাণ খুঁজে পায়, এর প্রভাবেই প্রযুক্তিবি-দরা যন্ত্রমেধাকে অমৃতকুম্ভে পরিবেশন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা সত্যই এই সব উদ্ভট কথা ভাবেন, না কি মহাকুম্ভের বছরটির সূচনায় ক্ষমতার অধীশ্বরদের খুশি করার জন্য এমন বার্তা উদ্ভাবন করেছেন,সে প্রশ্ন থেকেই যাবে। কিন্তু এই বিষয়ে কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্তচিন্তার শ্বাস রোধ করে তার বদলে এই ধরনের অবান্তর ও অর্থহীন ধারণার প্রচার যত বাড়বে, প্রকৃত শিক্ষার দুর্দিন তত ঘনিয়ে উঠবে।সালতামামি লিখতে বসলে অতঃপর যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম মেধাকে উপেক্ষা করার কোনও প্রশ্নই উঠবে না, তা এখন প্রতিষ্ঠিত। এআই এখন সৃষ্টিশীল জেনারেটিভ, যাকে নির্দেশ দিলে সে সেই মতো ছবি, ভিডিয়ো, গান, লেখা, কথোপ কথন তৈরি করে দেবে। এতে কার্যক্ষেত্রে সুবিধা প্রচুর হয়েছে। পাঁচশো পৃষ্ঠার বই থেকে কৃত্রিম মেধা নিমেষে ৫-১০ পৃষ্ঠার সারমর্ম বার করে দেবে, জানিয়ে দেবে যে কোনও বিস্তৃত বিতর্কের সারমর্মটুকু। যাচাই করে দেবে তথ্যের সত্যতা- তবে তার বিশ্লেষণও নিরপেক্ষ না হতে পারে। সেটা নির্ভর করছে সেই এআই মডেলকে কী ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তার উপরে স্টক মার্কেট গণনা থেকে বাণিজ্যেও এআই-এর ভূমিকা এখন চোখে পড়ার মতো। কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্টার্ট-আপ হয়তো কাজ শুরু করতে চাইছে।এআই জানিয়ে দিতে পারে, গত দশ বছরে ওই বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কোন সংস্থা কাজ করেছে, তাদের স্টক মার্কেট, বার্ষিক রিপোর্ট সমস্ত ঘেঁটে হিসাব তৈরি করে জানিয়ে দেবে যে, ওই ক্ষেত্রে ব্যবসা শুরু করা লাভজনক হবে কি না। তা ছাড়া বেশির ভাগ স্টার্ট-আপই এখন এআই-কেন্দ্রিক। ফলে, নতুন প্রজন্মের চাকরির বাজারে এখন এআই শিখে আসা প্রায় বাধ্যতামূলক।

এ সবই "অ্যাসিস্টিভ টেকনোলজি" বা সহায়ক প্রযুক্তি। একা মানুষের পক্ষে অসম্ভব এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তথ্য যাচাই করা। সেখানে এই টুল সাহায্য করছে, বেশ কিছু তথ্য ঘেঁটে একটা পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত তৈরি করার। সেই পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করা মানুষের উপরে। এআই মডেল আদর্শ বা নিরপেক্ষ কখনওই হবে না, কারণ মানুষই যন্ত্রকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। মানুষের পক্ষপাত দোষ থাকলে, তারও থাকবে। উত্তর পছন্দ না হলেতাকে অনুরোধ করা যেতে পারে, নিরপেক্ষ জবাব দিতে। চেষ্টা সে করবে, কিন্তু সেই চেষ্টাও তার সীমিতই হবে।

তবু পক্ষপাতদুষ্ট জবাব মানুষের পক্ষে যাচাই করা সম্ভব। কিন্তু কৃত্রিম মেধার সৃষ্টিশীলতা কাজে লাগিয়ে ডিপ ফেক ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ছে। যা দেখে মানুষের পক্ষে কোনও ভাবেই বোঝা সম্ভব না তা আসল না নকল। "ভয়েস ক্লোনিং"-এর মাধ্যমে এক জনের নামে অন্য কারও কণ্ঠস্বর বসিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। রাজনীতি থেকে পর্নোগ্রাফি, সর্বত্র এর ব্যবহার চলছে। তথ্য যাচাইয়ের প্রযুক্তি ব্যবহার করে বোঝা যেতে পারে, কোন ভিডিয়োটি আসল, আর কোনটি ভুয়ো। কিন্তু তা-ও যে নিরপেক্ষ হবে, সে নিশ্চয়তা নেই। তার উপরে, তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে মানবসম্পদ সীমিত। ফলে, তথ্য যাচাই করার আগেই তা ছড়িয়ে পড়ে, এবং যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যায়।

পড়াশোনার জন্য কৃত্রিম মেধার সাহায্য অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। প্রচলিত সার্চ ইঞ্জিনের কাছে জানতে চাইলে সে কোনও ফর্মুলা বা থিয়োরি জানিয়ে দেবে। কিন্তু কোনও বিষয় পড়তে গেলে কী বিশেষ থিয়োরি দেখা যেতে পারে, কৃত্রিম মেধা সেটাও দেখিয়ে দেবে। অন্য ভাষা শেখাও এর মাধ্যমে সহজ হয়ে গিয়েছে। মুশকিল হচ্ছে, পড়ুয়ারা নিজের মেধার বদলে কৃত্রিম মেধার সাহায্যেই পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর বানাচ্ছে। ফলে সার্বিক ভাবে তাদের বৌদ্ধিক বিকাশ বাধা পাচ্ছে। এমনকি শিক্ষকেরাও কৃত্রিম মেধার ভরসায় প্রশ্ন তৈরি করছেন, পড়াচ্ছেন। তাতে এক মস্ত সমস্যার সম্ভাবনা। ধরা যাক, কোনও শিক্ষক এআইকে কোনও বিষয়ে খুব কঠিন প্রশ্ন বানাতে বললেন। সে তেমন প্রশ্ন, তার উত্তর সবই তৈরি করে দিচ্ছে। কিন্তু এআই যে-হেতু "হ্যালুসিনেশন" প্রবণ, ফলে সে অবিকল ঠিক দেখতে ভুল উত্তর তৈরি করতে পারে। শিক্ষক সতর্ক না হলে ঘোর বিপদ। এমনকি স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে "চ্যাটজিপিটি"কে জিজ্ঞাসা করে চিকিৎসা করছেন হয়তো হাতুড়েরা। এ বার, চ্যাটজিপিটির উত্তর অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য হয়। বিষয়ের প্রতি গভীর জ্ঞান না থাকলে তার ভুল ধরা প্রায় অসম্ভব। যাঁরা বিশেষজ্ঞ, চ্যাটজিপিটি তাঁদের জন্য খুব উপকারী। কিন্তু অল্পবিদ্যা সম্বল করে এর প্রয়োগ করতে গেলে ব্যবহারকারীকে এআই বোকা বানিয়ে রেখে দেবে। অনেক। গবেষকও দেখা গিয়েছে অনেক সময়ে। এআইয়ের অনেক ভুল ধরতে সক্ষম হননি। কৃষির প্রগতিতেও এআই অপরিহার্য। হয়ে উঠছে। নতুন সার তৈরি, আবহাও-য়ার পূর্বাভাস, কৃষকদের কখন কোথায়। কোন বীজ বোনা প্রয়োজন সে ব্যাপারে অবগত করা এ সবই অনেক যথাযথ ভাবে সম্ভব এআইয়ের সাহায্যে। কৃষক শুধুমাত্র মাটির ছবি তুলে আপলোড করে দিলেই অ্যাপ বলে দেবে সেখানে চাষ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য।

সাধারণ মানুষের একাকিত্ব কাটাতেও কৃত্রিম মেধা পাশে দাঁড়াচ্ছে। পছন্দমতো মানুষের এআই "অবতার" তৈরি করে মানুষ। তার সঙ্গে মন খুলে কথোপকথন চালাচ্ছে নীতি পুলিশি বা সালিশির ভয় ছাড়াই। সেটা এক রকম ভাবে মানসিক থেরাপির কাজও করছে। আবার সেই চ্যাটবটের উপরে মানুষের নির্ভরতা এমন বেড়ে যাচ্ছে যে, কোনও সমস্যার অলীক সমাধানকেও সে গ্রাহ্য করছে না। ধরা যাক, চ্যাটবট কখনও পরামর্শ দিচ্ছে, এক তলার ছাদ থেকে ঝাঁপ মেরে দিতে, তা হলে হয়তো বড় জোর পা ভাঙবে, কিন্তু তোমার সমস্যার গুরুত্ব বাকিরা বুঝাবে। বা চ্যাটবটের পরামর্শে মাদক চক্রে জড়িয়ে পড়েছে ব্যবহারকারী, এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া গিয়েছে। ফলে এর কথোপকথনের মানও এখনও যথেষ্ট। নৈতিক বা গঠনমূলক নয়। এআই ব্যবহার করে নতুন ওষুধ, রোগ নির্ধারণ পদ্ধতি, নতুন অণু-পরমাণু বানানো হচ্ছে। ফলে সমস্ত কাজেই এআই প্রযুক্তিকে এখন গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু অ-আ শেখানোর মতো করে এআই ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতি শেখাতে হবে। ইতিমধ্যে এআই নির্ভর ভবিষ্যৎ গড়ার নিরিখে গ্লোবাল ইন্ডেক্সে ভারত চতুর্থ স্থানে রয়েছে। এআই ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ করতে পারলে, ক্ষেত্র ভেদে তার আলাদা নির্দেশিকা বানাতে পারলে তবেই এ দেশে শুধু এর ব্যাপক নয়, সুষ্ঠু অতএব ইতিবাচক প্রয়োগ আশা করা যায়। নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতেই হবে, কারণ সেটাই ভবিষ্যৎ। কৃত্রিম মেধার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু, তার সঠিক ব্যবহার বা প্রতি ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। নৈতিক উপায়ে এআই ব্যবহার করারও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি প্রয়োজন শিক্ষায়, প্রশাসনিক কর্মসূচিতে, শিল্পে, আইনে, সংবাদমাধ্যমে।

> *সাধারণ মানুষের একাকিত্ব কাটাতেও কৃত্রিম মেধা পাশে দাঁড়াচ্ছে। পছন্দমতো মানুষের এআই 'অবতার' তৈরি করে মানুষ তার সঙ্গে মন খুলে কথোপকথন চালাচ্ছে নীতি পুলিশি বা সালিশির ভয় ছড়াই। সেটা এক রকম ভাবে মানসিক থেরাপির কাজও করছে।*

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শিশুদের ডায়াবেটিস হলে উপায় কী

তানজিনা হোসেন

মাত্র ছয় বছর বয়সে ডায়াবেটিস ধরা পড়েছিল মৌসুমির (ছদ্মনাম)। এর আগপর্যন্ত তার মা—বাবার ধারণাই ছিল না যে এত অল্প বয়সে কারও ডায়াবেটিস হতে পারে। ক্রমে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছিল মৌসুমির, রাতে বারবার প্রস্রাব হতো। প্রথম দিকে বিষয়টা তেমন গুরুত্ব দেননি মা—বাবা। কিন্তু একদিন হঠাৎ মৌসুমি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে, কেমন যেন নেতিয়ে পড়ছে, ঠিকমতো কথাও বলতে পারছে না। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল তার রক্তের সুগার গ্লুকোমা রিডিংয়ের ওপরে উঠে গেছে, মানে ৩০ মিলিমোলের বেশি। চিকিৎসক বললেন, এ পরিস্থিতির নাম 'ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস'। বেশির ভাগ টাইপ—১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশু—কিশোর এ রকম খারাপ পরিস্থিতিতে যাওয়ার পরই সেটা শনাক্ত হয়।

টাইপ—১ ডায়াবেটিস কী

তার মানে ডায়াবেটিসের নানা ধরন বা টাইপ আছে? উত্তর হলো, হ্যাঁ। টাইপ—১ ডায়াবেটিস এক বিশেষ ধরনের ডায়াবেটিস, যা সাধারণত অল্প বয়সে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শৈশব বা কৈশোরে ধরা পড়ে। এটি একধরনের অটোইমিউন রোগ। মানে নিজের শরীরের ইমিউন সিস্টেম এখানে নিজের বিভিন্ন কোষের বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকে। আমরা জানি, প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ থেকে তৈরি হয় বিপাকক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হরমোনগুলোর একটিইনসুলিন। ইমিউন সিস্টেমের গোলমালের কারণে এই বিটা কোষের বিভিন্ন উপাদানের বিপরীতে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে থাকে এবং ইনসুলিন উৎপাদনকারী বিটা কোষগুলোকে ধ্বংস করতে থাকে। একপর্যায়ে এত বেশি বিটা কোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যে অগ্ন্যাশয় আর ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না। শরীরে ইনসুলিনের অভাব দেখা দেয়, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে। বন্ধ হয়ে যায় শর্করা বিপাকপ্রক্রিয়া। ফলে একসময় রক্তে কিটোঅ্যাসিড তৈরি হতে থাকে। রক্তের পিএইচ কমে যায় ও ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসের মতো প্রাণঘাতী পরিস্থিতি তৈরি হয়। এ ধরনের ডায়াবেটিসের কারণ যেহেতু ইনসুলিনের তীব্র অভাব, তাই একমাত্র ইনসুলিন দিয়েই এর চিকিৎসা করা হয়। এ জন্য একসময় একে বলা হতো 'ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস'। বর্তমানে এর নাম দেওয়া হয়েছে টাইপ—১ ডায়াবেটিস। এই রোগীদের সারা জীবন ইনসুলিনের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকতে হয়।

কীভাবে বুঝবেন টাইপ—১ ডায়াবেটিস

সাধারণত টাইপ—১ ডায়াবেটিস অল্প বয়সে, ২০ বছরের আগেই ধরা পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যখন শনাক্ত হয়, তখন রক্তের শর্করা বিপজ্জনক মাত্রায় থাকে। বড়দের মতো, মানে টাইপ—২ ডায়াবেটিসের মতো এটি কখনো ধীরে ধীরে বাড়ে না; বরং তীব্র উসপর্গ—লক্ষণ নিয়ে হাজির হয়। বিটা কোষ ধ্বংস শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই শিশু বা কিশোরটি দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে। দুর্বলতা, ওজন হ্রাস, বারবার প্রস্রাব করা, রাতে বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলা, প্রচণ্ড ক্ষুধা ও পিপাসা, চোখে ঝাপসা দেখার মতো সমস্যা দেখা দেয় অল্প দিনের মধ্যেই। এসব কারণে একসময় শিশুটি অচেতন হয়ে পড়ে, শ্বাস—প্রশ্বাসে সমস্যা দেখা দেয়, যাকে ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস বলে।

টাইপ—১ ডায়াবেটিসের উপসর্গের ইতিহাস ও প্রেজেন্টেশন এত নাটকীয় যে চিকিৎসকদের বুঝতে সমস্যা হয় না এটি কোন ধরনের ডায়াবেটিস। তার ওপর ইনসুলিন ছাড়া এদের কিছুতেই শর্করা কমে না, এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। সে কারণে আলাদা করে টাইপ—১ ডায়াবেটিস কি না, তা নির্ণয় করার জন্য তেমন কোনো পরীক্ষা করার দরকার পড়ে না। তবে যদি রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা বা ইনসুলিনের অংশ সি পেপটাইডের মাত্রা পরীক্ষা করা যায়, তবে তা বিপজ্জনক মাত্রায় কম পাওয়া যায়। অ্যান্টিবডির উপস্থিতি টাইপ—১ ডায়াবেটিসের শনাক্তকরণ নিশ্চিত করতে পারে। তা ছাড়া এ ধরনের ডায়াবেটিস শনাক্ত হওয়ার সময় রক্তের শর্করা এত বেশি থাকে এবং রোগী এত অসুস্থ হয়ে পড়ে যে দ্রুত ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হয়। পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করা হয় না।

কেন হয়, কতটা সাধারণ

আর দশটা অটোইমিউন রোগের মতো টাইপ—১ ডায়াবেটিসে কেন নিজের শরীরের ইমিউন সিস্টেম বিদ্রোহ করে বসে, তা এখনো রহস্য। তবে ধারণা করা হয়, কিছু জিনগত সমস্যা আর কিছু বিরল ভাইরাস সংক্রমণ (কক্সস্যাকি, সাইটোমেগালো, রুবেলা ইত্যাদি) এর 'ট্রিগার' হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেশে টাইপ—১ ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা নগণ্য হলেও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে অনেক বেশি। একটি গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে টাইপ—১ ডায়াবেটিস শনাক্ত হওয়ার হার বছরে এক লাখ শিশুর মধ্যে ৪ দশমিক ২। তবে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস হওয়ার কারণে হাসপাতালে আসার আগেই মারা যেতে পারে বলে ধারণা করেন চিকিৎসকেরা। শিশুদের এই ডায়াবেটিস শনাক্তের হার ক্রমে বাড়ছে।

চিকিৎসা কী

টাইপ—১ ডায়াবেটিস যেহেতু হয় ইনসুলিনের অভাবের কারণে, তাই ইনসুলিনই এর একমাত্র চিকিৎসা। ইনসুলিন আবিষ্কারের আগপর্যন্ত টাইপ—১ ডায়াবেটিক রোগীর মৃত্যু ছিল অবধারিত। ১৯২১ সালে ইনসুলিন আবিষ্কারের পর থেকে টাইপ—১ ডায়াবেটিসের চিকিৎসার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ইতিহাসে প্রথম ইনসুলিন ব্যবহারই করা হয় ১৪ বছরের এক টাইপ—১ ডায়াবেটিসের রোগীর ওপর। লিওনার্দো পৃথিবীর প্রথম টাইপ—১ ডায়াবেটিক রোগী, যে রোগ শনাক্ত হওয়ার পর আরও ১৪ বছর বেঁচে ছিল। বর্তমানে চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতির কারণে একজন টাইপ—১ ডায়াবেটিক রোগী অন্যদের মতোই স্বাভাবিক আয়ু পান। একটি গবেষণায় দেখা যায়, গত ৩০ বছরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির কল্যাণে টাইপ—১ ডায়াবেটিসের মৃত্যুহার ২৫ শতাংশ কমিয়ে আনা গেছে। আধুনিক উন্নত ইনসুলিন আবিষ্কার টাইপ—১ ডায়াবেটিসের রোগীর জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে ইনসুলিন পাম্প, যা একটি মডেল প্যানক্রিয়াসের মতোই শরীরে ইনসুলিন প্রবাহ করতে সক্ষম। আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স—যুক্ত ইনসুলিন পাম্প নিজে নিজে রক্তের সুগারের ওঠানামা শনাক্ত করে নির্ধারিত মাত্রায় ইনসুলিন সরবরাহ করতে পারে। এ ধরনের স্মার্ট ডিভাইস এখন বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে বারডেম হাসপাতালের সেগুনবাগিচা শাখায় টাইপ—১ ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য বিশেষ ইউনিট আছে। সিডিআইসি নামের এই প্রকল্পের মাধ্যমে টাইপ—১ ডায়াবেটিক শিশুদের বিশেষায়িত সেবা, বিনা মূল্যে ইনসুলিন, অন্যান্য সেবা দেওয়া হয়। এ ছাড়া বিএমইউ, ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেও আছে চিকিৎসার সুব্যবস্থা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বন্যা প্লাবিত রাজধানীর খন্ডচিত্র

‘অপারেশন সিঁদুর’-এর বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলোধোনা করলেন অমিত শাহ

কলকাতা, ১ জুন : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজেপি কর্মীদের এক বিশেষ সাংগঠনিক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, আর তাতে গোটা দেশের নারীদের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে।

অমিত শাহ বলেন, “পহেলগামে আমাদের দেশের নাগরিকদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার প্রতিশোধ নিতে আমরা ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর মাধ্যমে পাকিস্তানের ভিতরে ১০০ কিলোমিটার ঢুকে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি ধ্বংস করেছি। শত শত জঙ্গিকে নির্মূল করা হয়। আর এতে দিদির পেটব্যথা হয়। তিনি রাজনৈতিক ভাষণ দিয়ে এই অভিযানের বিরোধিতা করেন।” তিনি প্রশ্ন তোলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সত্যিই সাহসী হন, তাহলে সহিংসতা ছাড়া একবার ভোটে দাঁড়িয়ে দেখান।”

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির শক্তি সঞ্চয় করতে শাহ বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের মা ও বোনেরা এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘সিঁদুর’-এর প্রকৃত মূল্য শেখান। উনি দেশের কোটি কোটি নারীর আবেগ নিয়ে খেলেছেন।” ‘বাংলাকে করেছেন অপরাধের আতুরঘর, তোপ দাগেন শাহ।

তাঁর অভিযোগ, কমিউনিস্ট শাসনের পরে ‘মা, মাটি, মানুষ’-এর নামে ক্ষমতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার চরিত্রই বদলে দিয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, “বাংলা এখন পরিণত হয়েছে অনুপ্রবেশ, নারীদের উপর অত্যাচার, বিস্ফোরণ, অপরাধ এবং হিন্দুদের উপর নৈতিক নির্যাতনের রাজ্যে।” তিনি বলেন, “এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠন করতে হবে। অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, হিন্দুদের স্থানান্তর বন্ধ করতে হবে।”

২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন হবে, জোর গলায় দাবি করেন শাহ। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি বলেন, “২০২৬-এ বিজেপি বাংলায় সরকার গঠন করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর শত শত বিজেপি কর্মীকে খুন করা হয়েছে। দিদি, শুনে রাখুন এবার আপনার সময় শেষ।” এই মন্তব্যের মাধ্যমে অমিত শাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপি সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাতে চলেছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণের মোচড় আরও জোরদার হতে চলেছে।

বিহারে বেড়ে চলা অপরাধ নিয়ে এনডিএর ভেতরেই প্রশ্ন, বিধানসভা নির্বাচন লড়ার ইঙ্গিত দিলেন চিরাগ পাসওয়ান

পাটনা, ১ জুন ২০২৫ — বিহারে বেড়ে চলা অপরাধ এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নিয়ে এনডিএ জোটের মধ্যে আলোচনা তুঙ্গে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিজের অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘পার্টি এখন একটি সার্ভে করাচ্ছে, যদি সার্ভেতে দেখা যায় আমাকে নির্বাচন লড়া উচিত, তবে আমি অবশ্যই নির্বাচনে অংশ নেব।’

চিরাগ পাসওয়ান বিহারের বৈশালী জেলায় একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে যোগদান করার সময় এই মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, ‘যখন কোনও বড় নেতাকে নির্বাচনে দেখা যায়, তা দলের এবং জোটের জন্যই লাভজনক হয়।’ এছাড়াও, বিহারে ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, ‘বিহারে অপরাধ বৃদ্ধি উদ্বেগের বিষয়। সরকার চেষ্টা করছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে, তবে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।’ গত সপ্তাহে মহুয়া বাজারে গুলিবিদ্ধ হয়ে ব্যবসায়ী বিনোদ চৌধুরীর মৃত্যুর ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে চিরাগ বলেন, ‘পুলিশকে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে এবং দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে।’

সিট শেয়ারিং নিয়ে এনডিএ জোটের মধ্যে প্রশ্ন তোলার প্রসঙ্গে চিরাগ পাসওয়ান বলেন, ‘এটি আমাদের জোটের মধ্যেকার বিষয়, কিন্তু আমি প্রশান্ত কিশোরের অনুভূতির সম্মান করি। লোকসভা নির্বাচনের মতো এবারও সময়মতো সিদ্ধান্ত হবে।’

বিহারে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে, এবং প্রধান নেতারা দেশ ও রাজ্য জুড়ে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত রয়েছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ এখন আগের থেকে আরও গতিশীল হতে শুরু করেছে।

আসামে অতি ভারী বৃষ্টিতে রেল পরিষেবা ব্যাহত, একাধিক ট্রেন বাতিল

গুয়াহাটি , ১ জুন, ২০২৫: দক্ষিণ আসামে টানা ভারী বর্ষণের ফলে বড়ইগ্রাম-দুল্লাভছড়া রেলপথে বন্যার জল উঠে পড়ায় রেল পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। পরিস্থিতির জেরে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল একাধিক ট্রেন বাতিল ও আংশিক বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, টানা অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যার কারণে ১ জুন থেকে ৪ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত একাধিক ট্রেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ট্রেন নম্বর ৫৫৬৮৮ সিলচর—দুল্লাভছড়া এক্সপ্রেস ২ ও ৩ জুন বাতিল করা হয়েছে। ট্রেন নম্বর ৫৫৬৮৭ দুল্লাভছড়া—সিলচর এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে ১ ও ৪ জুন। এছাড়া, ট্রেন নম্বর ৫৫৬৯০ এবং ৫৫৬৮৯ বাদরপুর—দুল্লাভছড়া—বাদরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ২ ও ৩ জুন। ট্রেন নম্বর ১৫৬১৭/১৫৬১৮ গুয়াহাটি—দুল্লাভছড়া—গুবাহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি বড়ইগ্রামে সংক্ষিপ্ত সূচনা ও গন্তব্য হিসেবে চলবে এবং বড়ইগ্রাম থেকে দুল্লাভছড়া পর্যন্ত রুটে তা ৩ জুন পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাতিল থাকবে। রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং যাত্রীদের ভ্রমণের আগে ট্রেনের সর্বশেষ অবস্থা যাচাই করার আহ্বান জানিয়েছে।

তিন দিনের সরকারি সফরে ফ্রান্সে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল; পরবর্তীতে ইতালি সফর করবেন

অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে জোরদার করতে পীযূষ গোয়েল ফরাসি অর্থনীতি ও বাণিজ্য মন্ত্রীদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন

নয়াদিল্লি, ০১ জুন, ২০২৫, পিআইবি।। ১ জুন ২০২৫ থেকে ফ্রান্সে তিন দিনের সরকারি সফর শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল। এই সফরটি ১-৫ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইতালিতে তাঁর চলমান সফরের অংশ হিসেবে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর এই সফরটি ইউরোপীয় অংশীদারদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে গভীর করার এবং স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির জন্য দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতের ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

ফ্রান্সে তাঁর কর্মসূচীর সময়, শ্রী গোয়েল ফরাসির মন্ত্রীদের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন, যার মধ্যে অর্থমন্ত্রী মিঃ এরিক লম্বার্ড এবং ফরাসি বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ লরেন্ট সেন্ট-মার্টিনও রয়েছেন। আলোচনায় ভারত-ফরাসি অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে জোরদার করা এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য নতুন পথ অন্বেষণের উপর আলোকপাত করা হবে।

ফ্রান্সে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সফরের অংশ হিসাবে, কৌশলগত ব্যবসায়িক সভা এবং অংশগ্রহণের একটি বিস্তৃত এজেন্ডা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে - ভিক্যাট, টোটাল এনার্জি, ল'ওরিয়াল, রেনল্ট, ভ্যালিও, ইডিএফ এবং এটিআরের মতো প্রধান ফরাসি কোম্পানিগুলির শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে বৈঠক। এই সফরে ভারত-ফ্রান্স ব্যবসায়িক গোলটেবিল এবং ভারত-ফ্রান্স সিইও ফোরামের আলোচনাও থাকবে, যা উভয় দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প অংশীদারদের মধ্যে আলোচনাকে উৎসাহিত করবে।

ফ্রান্সে অবস্থানকালে, মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ওইসিডি মন্ত্রী পর্যায়ের কাউন্সিলের বৈঠকের ফাঁকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রীদের অনানুষ্ঠানিক সমাবেশেও অংশগ্রহণ করবেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে, তিনি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য বিষয়গুলিতে বিশ্বব্যাপী প্রতিপক্ষদের সাথে আলোচনা করবেন এবং ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অগ্রাধিকারগুলি তুলে ধরবেন।

এই সফরের অংশ হিসেবে, মন্ত্রী শ্রী গোয়েল গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। এর মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাজ্যের ব্যবসা ও বাণিজ্য বিষয়ক সচিব মিঃ জোনাথন রেনল্ডস; সিঙ্গাপুরের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী মিঃ গান কিম ইয়ং; এবং সৌদি আরবের বাণিজ্য মন্ত্রী ডঃ মাজিদ বিন আবদুল্লাহ আল-কাসাবি। শ্রী গোয়েল ইসরায়েলের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী মিঃ নির বারকাত; নাইজেরিয়ার বাণিজ্য, শিল্প ও বিনিয়োগ মন্ত্রী ডঃ জুমোক ওডুওলে ওওএন; এবং ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ মাউরো লুইস আইকার ভিয়েরার সাথেও আলোচনা করবেন। এই পারস্পরিক আলোচনার লক্ষ্য হল কৌশলগত অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে এগিয়ে নেওয়া এবং এই অঞ্চলজুড়ে পারস্পরিকভাবে উপকারী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা। এগুলি ভারত-ইইউ এফটিএ আলোচনায় উল্লেখযোগ্য প্রেরণা যোগাবে।

আঞ্চলিক ব্লকগুলির সাথে ভারতের সম্পর্ক আরও জোরদার করার জন্য, ইইউ-এর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ও স্বচ্ছতা কমিশনার মিঃ মারোস শেফকোভিচ এবং কৃষি ও খাদ্য কমিশনার মিঃ ক্রিস্টোফ হ্যানসেন। এই বৈঠকগুলি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে জোরদার করার এবং বিশ্ব বাণিজ্য ও বিনিয়োগে নিজেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারতের চলমান প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

ফ্রান্সে তার ব্যস্ততার পর, শ্রী গোয়েল তার সফরের পরবর্তী পর্যায়ে ইতালি যাবেন।

কলকাতার রেড রোডে এবার প্রথমবারের মতো ঈদে নামাজ হবে না, সেনাবাহিনী অনুমতি দেয়নি

কলকাতা, ১ জুন : কলকাতার রেড রোডে এবার প্রথমবারের মতো ঈদে নামাজ অনুষ্ঠিত হবে না, কারণ সেনাবাহিনী অনুমতি দেয়নি। গত বছরও একই পরিস্থিতি ছিল, তখন হাইকোর্ট নামাজের অনুমতি প্রদান করেছিল। বহু দশক ধরে এখানে নামাজ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, যা সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। এই সিদ্ধান্তকে মুসলিম কমিটি চ্যালেঞ্জ করার কথা জানিয়েছে এবং তারা আবারও আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় প্রতি বছর ঈদ-উল-জুহার সময় রেড রোড (ইন্দিরা গান্ধী সরণি) এলাকায় লাখো মানুষের অংশগ্রহণে নামাজ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে এবছর সেনাবাহিনী সেখানে নামাজের অনুমতি দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রতি বছর এই নামাজে অংশগ্রহণ করেন। অনুমতি না পাওয়ায় এবার রাস্তায় নামাজ অনুষ্ঠিত হবে না।

এ বছরের ঈদ-উল-ফিতরের পর প্রথমবার ওই স্থানে হনুমান জয়ন্তীর দিনে হনুমান চালিসা পাঠের জন্য সেনাবাহিনী অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু কলকাতা পুলিশ অনুমতি দেয়নি। আয়োজনকারীরা হাইকোর্টেও আবেদন করেছিল, তবে সেখান থেকেও অনুমতি মেলেনি। সেনাবাহিনীর এই সিদ্ধান্তকে কলকাতা খিলাফত কমিটি আপত্তি জানিয়েছে।

কমিটি দাবি করেছে, গত বছরও এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিষয়টি হাইকোর্টে গিয়েছিল, যেখানে আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল যে বহু বছর ধরে শান্তিপূর্ণভাবে এই আয়োজন চলে আসছে, তাই কোনো বাধা আরোপ করা উচিত নয়। কলকাতার এই নামাজ শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং একতার প্রতীক, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। সেনাবাহিনী দ্বিতীয়বারের মতো রেড রোডে নামাজের অনুমতি না দেয়ায় মুসলিম সমাজ আবারও আদালতের আশ্রয় নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সময় খুব কম। এখন দেখার বিষয়, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এই নামাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় কি না, কিংবা আদালত থেকে পুনরায় ছাড়পত্র মেলে কি না।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রাগ নিয়ন্ত্রণের পন্থা

‘রাগলেন তো হেরে গেলেন’ তারপরও রাগ ওঠে। আবার কমেও যায়। রাগ মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি। জটিল সময়ে সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেয়ে রাগ উঠতেই পারে। আবার রাগা থেকেও অনেকসময় সমাধান বের হয়ে আসে। তবে বেশিরভাগ সময় রাগ ওঠা। ঘনঘন মেজাজ খারাপ থেকে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটলে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পড়ে। এরকম পরিস্থিতিতে করণীয় উপায় সম্পর্কে জানানো হল মানসিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

শ্বাস-প্রশ্বাস: নিয়ন্ত্রণহীন রাগ উঠতে থাকলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিন। গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার ফলে পেশি শিথিল হবে পাশাপাশি স্নায়ু হবে শান্ত।

হাঁটা: হাঁটলে রাগ নিয়ন্ত্রণে আসে। পাশাপাশি আড়ষ্ঠ পেশিও শান্ত হয়। তাছাড়া হাঁটার কারণে নিজের বিবেক বুদ্ধিও কাজ করা শুরু করে। ফলে পুনঃবিবেচনা করার মতো পর্যায় তৈরি হয়।

নিজের সঙ্গে কথা বলা: যখন যন্ত্রণাদায় চিন্তাগুলো মনের শান্তি কেড়ে নিতে থাকে তখন রাগ ওঠার সম্ভাবনাও বাড়ে। এই পর্যায়ে নিজেই নিজেকে বলতে থাকুন ‘শান্ত হও’, ‘সহজ হও’, ‘তুমি ঠিকই আছ’। এসব কথা বারবার আওড়ালে মন শান্ত হতে থাকে।

গান শোনা: রাগ কমানোর পরীক্ষিত উপায় সংগীত শোনা। নির্মল সংগীত ও গানের কথা মন শান্ত করতে সাহায্য করে।

পেশি টানটান করা: রাগের কারণে পেশি শক্ত হয়ে যায়। তাই শরীর শিথিল করতে ‘স্ট্রেচিং’ ও ‘জয়েন্ট রিল্যাক্সিং’ ধরনে ব্যায়াম করা যেতে পারে। যা দেহকে আরাম দেবে। মন করবে শান্ত।

একা সময় কাটানো: ফোনে কিংবা সামনা সামনি কারও সঙ্গে ঝগড়া হলে আগে নিজেকে শান্ত করার জন্য একা সময় কাটান। সেটা হতে পারে নিজের ঘর বা মানুষ ছাড়া কোনো জায়গা। কিছুক্ষণ একা থাকলে মন শান্ত হবে পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নতুন করে বিবেচনার করার বোধবুদ্ধিও ফিরে আসবে। লিখে রাখা: যদি কারও কর্মকাণ্ড দেখে রাগ ওঠে তবে সেই অনুভূতি লিখে রাখার চেষ্টা করুন। লেখার ফলে মনের বোঝা ও চাপ অনেকটাই কমিয়ে দেয়। মন শান্ত করার বিকল্প পন্থা হতে পারে লেখালিখি।

বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা: একইভাবে বিশ্বস্ত কোনো বন্ধুর সঙ্গে রাগের বিষয়গুলো আলোচনা করতে পারেন। এই পদ্ধতিও রাগ প্রশমিত হয়।

মনকে ইতিবাচক দিকে ফেরানো: পয়সার যেমন দুই পিঠ রয়েছে, তেমনি যে কারণে রাগ হচ্ছে সেটার বিপরীত দিকটাও দেখার চেষ্টা করতে হবে। ক্রোধে উন্মাদ হওয়ার আগেই বিপরীত দিকটা যত সূক্ষ্মই হোক সেটা আবিষ্কার করতে পারলে মনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলা যায়। ফলে রাগ নিয়ন্ত্রণে সুবিধা হয়।

সহানুভূতিশীল: যে মানুষটার কারণে প্রচণ্ড রাগ উঠছে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে বরং ভাবুন কেনো সে এরকম করছে। তার পরিস্থিতি বুঝতে পারলে সহানুভূতি জাগবেই। আর সেখান থেকে রাগ পড়ে গিয়ে বরং তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার অনুভূতি জাগতেই পারে। মন থেকেই দূর করার চেষ্টা: রাগ কোনো ভুল অনুভূতি নয়। তবে মনের শান্তির জন্য অবশ্যই সেটা দূর করতে হবে। ফলপ্রসূ আলোচনা ভালো ফলাফল দিতে পারে। পাশাপাশি মেজানের লাগাম ধরে রাখতে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে বন্ধুর সাহায্য নেওয়া যেতেই পারে।

চুল ভালো রাখতে প্রতিদিন শ্যাম্পু ব্যবহার

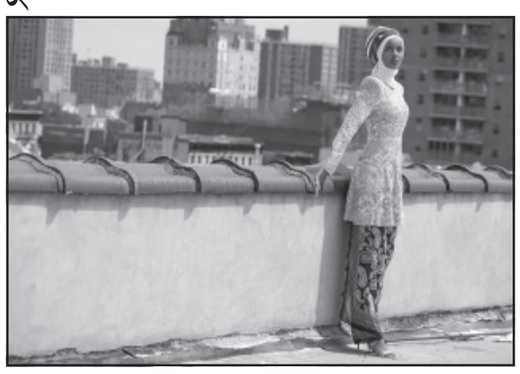

যারা প্রতিদিন বাইরে যান, শরীরচর্চা করেন বা আর্দ্র জায়গায় থাকেন তাদের নিয়মত শ্যাম্পু করা দরকার।

আমাদের দেশে গরমের সময় মাথা ঘামে বেশি। সেই ঘামের সঙ্গে বাইরের দূষণ ও ধুলাবালু মিশে মাথার ত্বক হয় ময়লা। যেখান থেকে খুশকি হওয়ার পাশাপাশি চুলে নানান সমস্যা দেখা দেয়।

এছাড়া এখন অনেক নারী হিজাব ব্যবহার করেন। হিজাবের কারণে স্ক্যাল্প বা মাথার ত্বকের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তাই খুশকি ও চুলের চিপচিপে ভাব এড়াতে ব্যবহার করা যায় ক্লিয়ার হিজাব পিওর শ্যাম্পু। প্রতিদিন শ্যাম্পু না করার জন্য অনেক সময় পরামর্শ দেওয়া হয়। যদি বাসার বাইরে যাওয়া না হয়, মাথার ত্বক না ঘামে, চুল ময়লা না হয় তারপরেও দুতিন দিন পরপর শ্যাম্পু করা উচিত।

এছাড়া চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কিছু দিক নজর রাখা প্রয়োজন।

মানসম্মত প্রসাধনী: একেক ধরনের চুলের জন্য একেক রকম শ্যাম্পু ও প্রসাধনীর প্রয়োজন হয়। তবে নিজের চুলের ধরন যাই হোক, সব ধরনের চুলের যত্নে ব্যবহার করা যায় ক্লিয়ার হিজাব পিওর শ্যাম্পু।

তেল: চুলে তেল দিলে চুলের প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়। চুল পড়াও কমে। তেল সরাসরি মাথার ত্বকের প্রয়োগ করতে হবে।

শুকনা চুলে চিরুনি নয়: চিরুনি ব্যবহার করলে চুল ভেঙে যায়। তাই শুকনা চুল আঁচড়াতে চিরুনি ব্যবহার না করে আঙুল বুলিয়ে নিতে পারেন।

কন্ডিশনার: প্রাসধনী ব্যবহার করলে অবশ্যই শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। আর প্রতিবার শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার ব্যবহার উপকারী। তবে কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হয় চুলে, মাথার ত্বকে নয়।

তাই মাথার ত্বক নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে ও নিস্তেজ চুল উজ্জ্বল করতে ক্লিয়ার হিজাব পিওর শ্যাম্পু ভেজা চুলে পরিমাণ মতো মেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভালোভাবে ধুয়ে ফেললে মিলবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও ত্বকের সুস্থতায় জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার

দেহের বিভিন্ন কার্যকলাপে সাহায্য করার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় প্রভাব রাখে।

পুষ্টি-বিজ্ঞানের তথ্যানুসারে বিভিন্ন খনিজের মধ্যে জিঙ্ক শুধু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই বাড়ায় না পাশাপাশি ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ রুখতেও সাহায্য করে। যে কারণে বয়স বাড়ার সঙ্গে জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এটা সূর্য রশ্মির কারণে হওয়া ত্বকে ক্ষতি পোষায়, কোষকলার বৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখে।

সম্পুরক হিসেবে জিঙ্ক ট্যাবলেট ছাড়াও প্রাকৃতিক খাবার থেকেও এই খনিজ গ্রহণ করা যায়। পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জিঙ্ক সমৃদ্ধ কয়েকটি খাবারের নাম জানানো হল। ঝিনুক: ঝিনুক জিঙ্কের সবচেয়ে ভালো উৎস। এটা দৈনিক চাহিদার অর্ধেক পূরণ করতে সক্ষম। এটা ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী। এছাড়াও ঝিনুক ভিটামিন বি১২ সমৃদ্ধ যা ত্বক ভালো রাখে। মাশরুম: শিটাকে মাশরুম দৈনিক চাহিদার তিন শতাংশ জিঙ্ক সরবারহ করে এবং এটা যেভাবেই রান্না করে খাওয়া হোক না কেনো তা শরীরের জন্য উপকারী। টক দই: এটা প্রোবায়োটিকের ভালো উৎস যা জিঙ্ক সমৃদ্ধ। হজম করা সহজ ও প্রোবায়োটিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

বুট/ ছোলা বা মটর: জিঙ্কের ভালো উৎস। এক কাপ সিদ্ধ মটরে দৈনিক চাহিদার ৩০ শতাংশ জিঙ্ক, আঁশ ও প্রোটিন পাওয়া যায়। কাঁকড়া: যারা সামুদ্রিক খাবার পছন্দ করেন তাদের জিঙ্কের চাহিদা পূরণে কাঁকড়া বেশ উপকারী। এ থেকে প্রায় সাত মি.গ্রা. জিঙ্ক পাওয়া যায়। যা দৈনিক চাহিদার ৮৮ শতাংশ। এই পরিমাণ কাঁকড়ার ধরন ভেদে ভিন্ন হতে পারে।

গলায় কালো দাগ হলে কী করবেন

মুখের যত্ন আমরা যতটা করি, গলা বা ঘাড়কে কি ততটা প্রাধান্য দিই? কেবল অযত্ন বা অবহেলাই নয়, স্থূলতা বা রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলেও গলা ও ঘাড়ে এর প্রভাব পড়ে। তাই শরীরের অন্যান্য অংশের চেয়ে গলা দেখায় কালো ও অমসৃণ, যা অনেক সময় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গলার চারপাশে কালচে দাগ কেন পড়ে? গ্রিনলাইফ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান বলেন, গলার ত্বক কালো হয়ে যাওয়ার অনেক কারণ আছে। সানস্ক্রিন ছাড়া বাইরে বেরোলে গলার ত্বক সূর্যের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে পুড়ে কালো হয়ে যায়। হরমোনের কারণেও মোটা ও কালো হয়ে যেতে পারে গলার চামড়া। বংশগত কারণে, ডায়াবেটিস থাকলে অথবা ওজন বেড়ে গিয়ে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারণে গলায় দেখা দেয় কালচে ছোপ। মেডিকেলের ভাষায় একে বলে অ্যাকান্থসিস নিগ্রিকান্স। গলা বা ঘাড়ের অংশে ভাঁজ থাকায় ঘাম ও ঘর্ষণও হয় বেশি। আবার অনেক সময় অসতর্কতা বা সময়ের অভাবে গলার অংশের পরিচর্যা বাদ পড়ে যায়, ফলে সেখানে জমে ময়লা ও মৃত কোষ, যা থেকেও পড়তে পারে কালচে দাগ।

ঘরোয়া টোটকা

ঘরোয়া উপায়েও কিছু প্যাক তৈরি করে গলা ও ঘাড়ের কালো দাগ দূর করা যায়, বললেন শোভন মেকওভারের স্বত্বাধিকারী ও কসমোলজিস্ট শোভন সাহা। এক চামচ টক দই, এক চামচ মধু, ডালের বেসন একসঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট করে কালো দাগের ওপর লাগিয়ে কমপক্ষে ৩০ মিনিট রাখতে হবে। প্যাক শুকিয়ে এলে ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুছে নিতে হবে, তবে এর ওপরে আর সাবান মাখা যাবে না। তিনি বলেন, শিশু-নারী-পুরুষনির্বিশেষে এই প্যাক লাগাতে পারবেন, তবে ৫ বছরের চেয়ে কম বয়সী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কিছু ব্যবহার না করাই ভালো। এই প্যাকে সূর্যের পোড়া ভাব উঠতে খানিকটা সময় লাগলেও এটি বেশ ভালো কাজ করে। চাইলে বাইরে থেকে প্যাক কিনেও ব্যবহার করা যায়। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে প্যাকে যেন কোনোভাবেই ব্লিচজাতীয় উপাদান না থাকে। ব্লিচে সাময়িকভাবে ত্বককে উজ্জ্বল দেখালেও এটি দীর্ঘ মেয়াদে ত্বকের ক্ষতি করে। পরে গলার এই কালো দাগ আর কোনোভাবেই দূর করা যায় না।

প্রাকৃতিকভাবেই ঠোঁটের রং গোলাপি করা সম্ভব

ওপরের ঠোঁট কালো আর নিচেরটা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হওয়ার সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। সমাধানও খোঁজেন অনেকে। তবে কৃত্রিম উপায়ে যেতে না চাইলে প্রাকৃতিকভাবেই ঠোঁটের রং গোলাপি করা সম্ভব। ঘরে বসেই ঠোঁটে গোলাপি ভাব আনতে একটু বাড়তি যত্নের দরকার। চিনি ও মধু দিয়ে তৈরি স্ক্রাব, মৃত ত্বকের কোষ এক্সফোলিয়েট করা, তেল বা লিপবাম দিয়ে ময়েশ্চারাইজ করা, বিশেষ করে এসপিএফ-যুক্ত লিপবামের ব্যবহারে ঠোঁট গোলাপি করা যায়। তবে শরীরের অন্য অংশের তুলনায় ঠোঁটের চারপাশের ত্বক বেশ সংবেদনশীল। তাই ঠোঁটের যত্ন নিতে হবে আলতোভাবে।

মধু আর লেবুতে

প্রাকৃতিক এই দুই উপকরণ ঠোঁটের জন্য আদর্শ জুটি। ঠোঁটের কালচে ভাব কমাতে লেবু প্রাকৃতিক ব্লিচিং হিসেবে বেশ ভালো কাজ করে। মধু দেবে আর্দতা। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে ঠোঁটের ওপর লাগিয়ে রাখুন। মিশ্রণটি খুব পাতলা হবে না, আবার অনেক ঘনও হওয়া চলবে না। ঠোঁটে লাগানোর ১০-১৫ মিনিট পর কুসুম গরম পানিতে ধুয়ে ফেলুন। কয়েক দিন ব্যবহারে উপকার পাবেন।

বিটরুটের রস

বিটরুট বদলে দিতে পারে আপনার ঠোঁটের রং। বিটরুটে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক লাল রঞ্জক পদার্থ থাকে, যেটা আপনার ঠোঁটে সুন্দর গোলাপি আভা এনে দিতে পারে। ঠোঁটে তাজা বিটরুটের রস লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন। আর্দতার জন্য বিটরুটের রসের সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে নিন। ইতিবাচক ফলের জন্য সপ্তাহে কয়েকবার ব্যবহার করুন।

দুধে-হলুদে

ত্বকের রং উজ্জ্বল করার জন্য হলুদ খুব ভালো উপকরণ। কয়েক ফোঁটা দুধের সঙ্গে এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে নিন। এবার সেটা ৫ মিনিটের জন্য ঠোঁটে লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩ বার ব্যবহার করুন, ঠোঁটে গোলাপি আভা আসবে।

কৈশোরে ব্রণ সমস্যা: কারণ ও সমাধান

কৈশোরে হরমোনের তারতম্য তেল গ্রন্থির ওপর প্রভাব ফেলে। ফলে ব্রণের সমস্যা দেখা দেয়। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় ত্বক বিশেষজ্ঞ ডা. স্তুতি খার সুলেখার দেওয়া পরামর্শ অবলম্বনে কৈশোরে ব্রণ হওয়ার নানান কারণ ও সমাধান সম্পর্কে জানানো হল।

ব্রণের সমস্যায় গুরুত্ব দেওয়া

বাবা-মায়ের উচিত হবে সন্তানকে শুরু থেকেই জানিয়ে দেওয়া যে ব্রণ, র‍্যাশ, দাগছোপ ইত্যাদি নিজে থেকেই ভালো হয়ে যায়। তাই এগুলো নিয়ে যেন খুব বেশি মাথা না ঘামায়। ব্রণ নিজ থেকে ভালো হয়ে গেলেও এর দাগ রয়ে যায় যা দূর করা কঠিন। তাই এই বিষয়ে শুরু থেকেই মনযোগ দেওয়া উচিত। ত্বক বুঝে প্রসাধনী নির্বাচন কৈশোরে ছেলে ও মেয়েদের নানান রকমের প্রসাধনী ব্যবহারের প্রবণতা থাকে যা ত্বকের ক্ষতি করে। ত্বক ঠিক মতো পরিষ্কার করে টোনার ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা উচিত। এতে ত্বক ভালো থাকে। তবে এসব প্রসাধনী অবশ্যই ত্বক উপযোগী হতে হবে। ভাজাপোড়া ও প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকে দূরে

তৈলাক্ত খাবার, কৈশোরের সময়, হরমোনের প্রভাব, তেল নিঃসরণ ইত্যাদি নানান কারণে ‘ব্রেকআউট’, ব্রণ, ‘সিস্ট’ বা ফেঁড়া ইত্যাদি দেখা দেয়। এসব সমস্যায় খাদ্যাভ্যাস ভালো ভূমিকা পালন করে।

তৈলাক্ত খাবার ‘ব্রেকআউট’য়ের ঝুঁকি বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে প্রোটিন, দুধের তৈরি খাবার ইত্যাদি ব্রণের সমস্যাকে আরও মারাত্মক করে তুলতে পারে।

অনেকসময় ব্রণ সমস্যা সমাধান করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। হরমোনের কারণে হওয়া ব্রণ গুরুতর রূপ লাভ করে ও এগুলো দূর করাও বেশ ঝামেলার।

কৈশোরে অনেক নারীর হরমোনের সমস্যা দেখা দেয়। ফলে ব্রণ, চুল পড়া, ওজন বাড়া, শরীরে অতিরিক্ত লোম ওঠার সমস্যা দেখা দেয়। তাই এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে অভিভাবকদের অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। ত্বক পরিষ্কার করা আবশ্যক (এতে ত্বকের বাড়তি তেল ও মৃত কোষ দূর হয়ে লোমকূপ উন্মুক্ত রাখতে সাহায্য করে) শরীরচর্চা বা শারীরিক কর্মকাণ্ডের পর অবশ্যই ত্বক ভালো মতো পরিষ্কার করতে হবে। কারণ ঘাম ত্বকের লোমকূপ আবদ্ধ করে ফেলে ও ব্রণ সৃষ্টি হয়। গরমের কারণে ঘাম সৃষ্টি হলে বা তেল চিটচিটে খাবার খাওয়া ও কঠিন পরিশ্রম করার পরে অবশ্যই দ্রুত ত্বক পরিষ্কার করতে হবে। অন্যথায় ব্রণের সমস্যা দেখা দেবে। ব্রণের সমস্যায় আরও যা মনে রাখা প্রয়োজন ত্বকের প্রসাধনী যেমন- লোশন বা মেইকআপ ইত্যাদি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ‘নন-কমেডোজেনিক’ বা ‘একনিজেনিক’ নয় এমন প্রসাধনী বেছে নিতে হবে। এগুলো লোমকূপকে আবদ্ধ করে না। ফলে ত্বকে সমস্যা দেখা দেয় না। চুলে ‘স্টাইলিং জেল’ বা চুলের স্প্রে ব্যবহার করলে তা যেন মুখের ত্বক থেকে দূরে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চুলের প্রসাধনী তেল যুক্ত তা ত্বকের ব্রণের সমস্যাকে আরও গুরুতর করে তোলে। তাই পানি নির্ভর প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে। পিঠ বা বুকে ব্রণের সমস্যা দেখা দিলে আঁটসাঁট পোশাক পরা বাদ দেওয়া উচিত, এতে আক্রান্ত স্থানে জ্বলুনির সৃষ্টি হয়। ব্রণ খোঁচানো বা চাপলে আক্রান্ত জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়। এছাড়া ফোলা ও লালচে ভাব বাড়ে। এছাড়াও ব্রণ খোঁচানোর কারণে ত্বকে স্থায়ী দাগও তৈরি হতে পারে।

পিঁপড়া কেন এক পথে চলে?

পিঁপড়েদের চলাফেলা ভারি অদ্ভুত। এরা দলবেঁধে চলে, সারবেঁধে চলে। প্রথম পিঁপড়া যে যে পথে যায়, অন্যরা সেই একই রেখা অনুসরণ করে চলে। প্রথম পিঁপড়া একপাশে কয়েক মিলিমিটার সরে গিয়ে আবার যদি আগের পথে ফিরে আসে, অন্য পিঁপড়াও সেটুক বাঁকা পথ অনুসরণ করেই চলবে। একচুলও এদিক-সেদিক হবে না। কিন্তু পিঁপড়ারা এই সামাজিক চলাফেরা কিন্তু শুধু চোখে দেখে করে না; চোখে দেখে এতটা সূক্ষ্মভাবে অগ্রগামীকে অনুসরণ করা সম্ভবও নয়। এর পেছনে রয়েছে রসায়নের খেলা। পিঁপড়াদের আছে ফেরোমন নিঃসরণের ক্ষমতা। পিঁপড়ার দলনেতা চলে সবার আগে। সে চলার সময় পথে ফেরোমন ছড়িয়ে যায়।

সেই ফেরোমনের গন্ধ শুঁকে পেছনের পিঁপড়াটি তাকে অনুসরণ করে। দ্বিতীয় পিঁপড়াটিও ফেরোমন ছিটিয়ে এগিয়ে চলে। সুতরাং পরপর সব পিঁপড়া ফেরোমনের গন্ধ অনুসরণ করে একই রেখায় চলতে পারে। পিঁপড়ার সারির মাঝখানের কোনো স্থানে যদি মুছে ফেলা হয়, তখন দেখা যাবে পেছনের পিঁপড়াগুলো সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফেরোমনের গন্ধ মুছে গেছে, তাই তখন চলার পথ ঠিক করতে অসুবিধা হয়।

পিঁপড়ার নাক নেই। ফেরোমনের গন্ধ অনুসরণ করার জন্য তারা মাথার সামনের দিকে থাকা অ্যান্টেনা ব্যবহার করে।

বর্ষায় চুল পড়া বন্ধ করার কিছু টিপস

ভ্যাপসা গরমের পর বর্ষায় হাফ ছেড়ে বাঁচে মানুষ। স্বস্তিদায়ক বর্ষা আসাতে স্বভাবতই খুশি মনে থাকে সবাই। কিন্তু চুলের হাল একদমই ভালো থাকে না। এ সময়ই চুলে বিভিন্নরকম সমস্যা দেখা দেয় সবচেয়ে বেশি চুল ওঠে ও, বর্ষায় চুল নিয়ে বিপত্তিতে আছেন! মাথায় চিরুনি দিলেই চুলে ভরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আর কয়েক দিন গেলেই মাথা খালি হয়ে যাবে। আজকের শহুরে জীবনে এটাই বড় চ্যালেঞ্জ। কিছু টিপস বা উপায় মেনে চললেই এড়াতে পারেন এই সমস্যা। আপনার চুল আপনার মাথাতেই থাকবে।

এবার জেনে নিন কি করতে হবে আপনাকে - বৃষ্টিতে ভিজলেই আবার স্নান বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে থাকে বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ।তাই বৃষ্টিতে ভিজলে আবার চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। নইলে স্ক্যাল্পে জমে যাবে ওই ধূলিকণা। এর ফলে চুলের গোড়া আলগা হয়ে চুল পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই হাল্কা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে ভাল করে চুল ধুয়ে মাথা পরিষ্কার করে মুছে নিন। এর পর স্ক্যাল্পে দিন লেবুর রস। তাতে ধূলিকণা বেরিয়ে যাবে।

মাথা ঢেকে রাখুন বাইরে বের হলেই মাথা ঢেকে রাখুন। বর্ষার আর্দতা থেকে বাঁচবে চুল। মানানসই রঙিন টুপি বা স্কার্ফ ব্যবহার করুন। ফলে এক ঢিলে দুই পাখি। চুলও বাঁচল, ফ্যাশনও হলো।

ভেজা চুলে চিরুনি নয় এই নিয়ম মনে রাখতে হবে সারাবছরই। তবে বর্ষায় ভাল করে চুল শুকিয়ে তবেই চুল আঁচড়াবেন। জট ছাড়াবার জন্য ব্যবহার করুন মোটা দাঁতের চিরুনি। ভিজা চুল আঁচড়ালে তা আরও ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অবশ্যই ব্যবহার করুন নিজের চিরুনি। কারণ বর্ষায় অন্যের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে বিপদের আশঙ্কা আরও বেশি। গরম তেলের মালিশ বর্ষার জন্য বেছে নিন উষ্ণ তেল। ভাল করে তা মালিশ করুন স্ক্যাল্পে। বর্ষার আর্দতায় চুলে যে জট পড়ে, তার হাত থেকে রেহাই পাবেন অনেকটাই। স্ক্যাল্পে তেল ফিরিয়ে আনবে চুলের হারিয়ে যাওয়া জেল্লা। চুল মজবুত তো হবেই। সেই সঙ্গে মসৃণও হবে। তেলতেলে হয়ে যাওয়ার ভয়ে বর্ষায় তেল থেকে দূরে থাকবেন না। বরং তেল মালিশের পরে শ্যাম্পু করে নিবেন। চুল থাকবে ঝরঝরে।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান আজ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জির ''অখণ্ড মানবতাবাদ'' দর্শনের ৬০তম বার্ষিকী উপলক্ষে নয়াদিল্লির এনডিএমসি কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত জাতীয় স্মারক সম্মেলনে ভাষণ দেন।

নাগাল্যান্ডে মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও-র পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা: সকল ৭ জন এনসিপি বিধায়ক এনডিপিপি-তে যোগ দিলেন

কোহিমা, ১ জুন : নাগাল্যান্ডে রাজনীতিতে বড় রদবদল ঘটল শুক্রবার। ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি-এর সাতজন বিধায়ক রাজ্যের শাসক দল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি-তে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছেন। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও নেতৃত্বাধীন এনডিপিপি এখন ৬০ সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভায় পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল।

এই সংযুক্তির ফলে এনডিপিপি-র আসন সংখ্যা ২৫ থেকে বেড়ে ৩২-এ পৌঁছেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এনসিপি তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এনডিপিপি এবং এর জোটসঙ্গী বিজেপি-র পরে।

নাগাল্যান্ড বিধানসভার অধ্যক্ষ শারিংগেইন লংকুমার এক আদেশে জানান, সাতজন বিধায়ক নিজেরা উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে এনডিপি-তে সংযুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত জানান।

সংবিধানের দশম তফসিল অনুযায়ী সংযুক্তির প্রয়োজনীয়তা পূরণ হওয়ায়, অধ্যক্ষ সংযুক্তি মঞ্জুর করেন।

এই সাত বিধায়ক হলেন তেনিং কেন্দ্রের নামরি এনচাং, আতোইজু কেন্দ্রের পিক্টো সোহে, ওখা টাউনের ওয়াই. মনবেমো হুমৎসো, মন টাউনের ওয়াই. মানখাও কোনয়াক, লংলেনের এ. পঙশি ফোম, নোকলাকের পি. লংগন এবং সুরুহোতো কেন্দ্রের এস. তোইহো ইয়েপথো।

অধ্যক্ষের নির্দেশে বিধানসভা সচিবালয়কে সংশ্লিষ্ট দলীয় সদস্যদের তথ্য হালনাগাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এনসিপি-এর নাগাল্যান্ড ইউনিট দলভাঙনের পর অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর সঙ্গে অবস্থান নিয়েছিল। এই সংযুক্তি এনডিপি-কে রাজনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী করল এবং মুখ্যমন্ত্রী রিও-র সরকার এখন আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল।

মেঘালয়: গারো হিলসের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নির্মাণে বিলম্ব, জরুরি হস্তক্ষেপ জেলা প্রশাসনের

বেটাসিং, ১ জুন: মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম গারো হিলস জেলার বেটাসিং-এ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণে দীর্ঘসূত্রতা দেখা দেওয়ায় জেলা প্রশাসন জরুরি হস্তক্ষেপ নিয়েছে। জেলার ডেপুটি কমিশনার হেমা নায়ক সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকল্পের ধীর গতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বেটাসিং-এর ব্লক ইনস্টিটিউট অফ টিচার্স এডুকেশন কেন্দ্রটি এই অঞ্চলের যুব সমাজকে শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই গঠিত হচ্ছে। এটি গারো হিলসের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে মনে করা হয়।

পরিদর্শনের সময় হেমা নায়ক বলেন, ''নির্মাণকাজের গতি অত্যন্ত হতাশাজনক।'' তাঁর সঙ্গে রংখন-এর কলেজ অফ টিচার এডুকেশন-এর কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, এই প্রতিষ্ঠানটি পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব মেটাতে ভবিষ্যতে মূল ভূমিকা পালন করবে।

ডেপুটি কমিশনার ইতিমধ্যেই বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ে অবহিত করেছেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতির ওপর নজরদারি করতে একজন নির্দিষ্ট প্রকল্প পর্যবেক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন না করায় প্রশাসনের তরফে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।

এই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গারো হিলসের স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য একটি সহজলভ্য ও গঠনমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করবে। কিন্তু নির্মাণে বিলম্বের কারণে কেন্দ্রটির উদ্বোধন ইতিমধ্যেই একবার পিছিয়ে গেছে, যার ফলে স্থানীয় শিক্ষানবিশদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, শিগগিরই একটি স্টেকহোল্ডার বৈঠক ডাকা হবে যাতে বিলম্বের সুনির্দিষ্ট কারণগুলি চিহ্নিত করে প্রকল্প সম্পন্নের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পকে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সব পক্ষকে সমন্বয় করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

অসমে ভয়াবহ বন্যা: ব্রহ্মপুত্র নদ ডিব্রুগড়ে বিপদসীমা অতিক্রম, ১২ জেলায় ৫৮ হাজারের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

গুয়াহাটি, ১ জুন: প্রবল ও টানা বৃষ্টিপাতের জেরে অসমের ডিব্রুগড় জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদ বিপদসীমার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে। রাজ্যের একাধিক অঞ্চলে ব্যাপক জলবদ্ধতা ও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এতে ১২টি জেলায় ৫৮,০৯১ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে অসম রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। রাজ্যের গোলাঘাট ও লক্ষিমপুর জেলায় বন্যায় ৩ জন এবং কামরূপ (মেট্রো) জেলায় ভূমিধসে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। কমরূপ জেলায় ভূমিধসে আরও ২ জন আহত হয়েছেন।

প্রথম দফার এই বন্যায় ১৭৫টি গ্রাম, ১২টি জেলার ২০টি রাজস্ব সার্কেল প্লাবিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে: ধেমাজি, দক্ষিণ সালমারা, লক্ষিমপুর, ডিব্রুগড়, গোলাঘাট, দরং, নগাঁও, কর্বি আংলং, কমরূপ, বিশ্বনাথ, তিনসুকিয়া এবং কর্বি আংলং পশ্চিম।

এছাড়া ৭৯১.৩২ হেক্টর জমির ফসল জলে ডুবে গেছে। প্রায় ৭,০০০ মানুষ বিভিন্ন ত্রাণ শিবির ও ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন। জেলাপ্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ১৬টি ত্রাণ শিবির চালু করেছে।বন্যায় ১৯৪টি প্রাণী ভেসে গেছে, এবং ৭৫,৯১৮টি পশুপাখি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সিকিমে টানা বৃষ্টিতে তিস্তা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, ৯ নিখোঁজ পর্যটকের সন্ধান কার্যক্রমে ব্যাঘাত

মাঙ্গান, ১ জুন: টানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে তিস্তা নদীর জলস্তর মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে এবং সিকিমের মাঙ্গান জেলার ছুবম্বু এলাকায় একটি পরাটকবাহী গাড়ি প্রায় ১,০০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে নদীতে তলিয়ে যায়, ফলে ১১ যাত্রীর মধ্যে ৯ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। উদ্ধারকাজ প্রবল বৃষ্টিপাত, ভাঙা রাস্তা এবং নদীর উচ্চ জলস্তরের কারণে জটিল হয়ে পড়েছে।

ঘটনাটি ঘটে ২৯ মে, যখন ওডিশা, ত্রিপুরা এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত পর্যটকরা একটি গাড়িতে করে ঘুরতে যাচ্ছিলেন। গাড়িটি দুর্ঘটনাবশত খাদে পড়ে তিস্তা নদীতে তলিয়ে যায়। রাতেই ২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বাকি ৯ জনের কোনো খোঁজ মেলেনি।

ঙ্গান জেলার পুলিশ সুপার সোনাম ডেটচু ভুটিয়া জানিয়েছেন, ''উদ্ধার অভিযান দ্বিতীয় দিনে প্রবেশ করেছে। গাড়িটি পাথর ও ধ্বংসাবশেষে আটকে থাকায় এখনো তোলা যায়নি এবং গাড়ির আশেপাশে কোনো দেহ পাওয়া যায়নি।''

তিনি আরও বলেন, ''গতকাল রাতে প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ি এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে তিস্তা নদীর জলস্তর প্রায় ৪ মিটার বেড়ে গেছে। বহু জায়গায় রাস্তা ভেঙে পড়েছে। জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন এবং এসডিএম-এসডিপিওকে অবিরত উদ্ধার কাজ চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।''

নিখোঁজদের মধ্যে ছয়জন ওডিশা থেকে, দুইজন ত্রিপুরা থেকে এবং একজন উত্তরপ্রদেশ থেকে, সঙ্গে গাড়ির চালক সিকিমের বাসিন্দা। আইএমডি (ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর) ইতিমধ্যেই মাঙ্গান জেলার জন্য লাল সতর্কতা এবং গ্যলশিং, নামচি, সোরেং, গ্যাংটক ও পাকইয়ং জেলার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য।

সিকিম পর্যটন বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক আনন্দ গুরুং জানান, ''আমরা উদ্ধারকার্য চালাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু রাস্তা ৭—৮ কিমি জুড়ে বন্ধ। মূল উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে কাজ করছে, আমাদের ব্যাকআপ দল আজ পৌঁছাতে পারবে না।''

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, উত্তর সিকিমের থেং এবং চুংথাং অঞ্চলে ভূমিধসের কারণে অনেক সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আইএমডি নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে, বাড়ির ভিতরে থাকার এবং নদীর তীর ও খাড়া ঢালের কাছে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। উদ্ধার কাজ জারি থাকলেও আবহাওয়া ও ভৌগলিক প্রতিকূলতা প্রশাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী , দমকল বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বন্যার ফলে ২২টি রাস্তা, একটি সেতু, তিনটি বাঁধ ভেঙে গেছে, এবং আরও চারটি বাঁধ, সেচ খাল, স্কুল ভবন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শহুরে বন্যায় কামরূপ, ডিব্রুগড়, দরং, কাছাড় ও কামরূপ (মেট্রো) জেলায় ৯,৮৬৫ জন মানুষ আক্রান্ত হয়েছে বলে এএসডিএমএ জানিয়েছে।

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় রাজ্যের পরিস্থিতি এখনও অত্যন্ত সঙ্কটজনক। প্রশাসনের তরফে সব ধরনের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

রবিবার আগরতলায় এনএসইউআই এর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অরুণাচলে সাহিত্যিক লুম্মার দাইয়ের ৮৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল পাশিঘাটে, মূর্তি উন্মোচন ও সাহিত্য পুরস্কার প্রদান

পাশিঘাট, অরুণাচল প্রদেশ উ ১ জুন: বিশিষ্ট সাহিত্যিক লুম্মার দাইয়ের ৮৫তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পালিত হল অরুণাচল প্রদেশের পাশিঘাটে। এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের, যেখানে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি মূর্তির উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন, পঞ্চায়েতি রাজ ও পরিবহন মন্ত্রী ওজিং তাসিং, অসম সাহিত্য সভার সভাপতি ড. বসন্ত কুমার গোস্বামী, পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত বিশিষ্ট লেখিকা মামাং দাই, এবং অরুণাচল প্রদেশ বিজেপির সভাপতি কালিং মোইয়ং।

লুম্মার দাই, ১ জুন ১৯৪০ সালে সিলুক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অরুণাচল প্রদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিত। তাঁর লেখা ''পাহাৰৰ শিৰে শিৰে'' (১৯৬১) অসমিয়া ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত, যা একজন অরুণাচলী লেখকের দ্বারা রচিত প্রথম উপন্যাস হিসেবেও বিবেচিত হয়।

তাঁর সাহিত্যিক যাত্রা শুরু হয় ছাত্রজীবনে, হাতে লেখা স্কুল ম্যাগাজিন গিরিবাণী-তে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ ''আবোৰৰ ৰূপ নুগুচে কিয়?'' প্রকাশের মাধ্যমে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কলমের মাধ্যমে সমাজের ভাবনা, আশা ও চেতনার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে লুম্মার দাই সাহিত্য পুরস্কার প্রদানও করা হয়, যা তাঁর সাহিত্যকীর্তির উত্তরাধিকার রক্ষা ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদদের প্রদান করা হয়।

অরুণাচলের এই প্রথিতযশা অসমিয়া ভাষার সাহিত্যিক লুম্মার দাইয়ের রচনাবলি আজও সর্বভারতীয় সাহিত্যে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে যেখানে উঠে এসেছে পরিচয়, দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক অন্তর্দৃষ্টির গাঢ় ছাপ।

সন্ত্রাসবাদকে কোনোভাবেই সহ্য না করার ভারতের কড়া নীতির বার্তা আন্তর্জাতিক মহলে পৌঁছে দিচ্ছে সংসদ সদস্যদের সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল

নয়াদিল্লি, ১ জুন: সন্ত্রাসবাদকে একেবারেই সহ্য না করার ভারতের কঠোর অবস্থানের বার্তা বিশ্বজুড়ে পৌঁছে দিচ্ছে সংসদ সদস্যদের সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, শরদ পওয়ার নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস পার্টির (শ্লুঞ্চঞ্চ) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ইথিওপিয়ায় সাংসদ, বিশিষ্টজন এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

প্রতিনিধিদলটি সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদ ও ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ব্যাহত করার পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। তাঁরা জানান, পহেলগাঁও হামলার পর পরিচালিত ''অপারেশন সিন্ধুর'' ভারতের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিশ্রুতি এবং সক্রিয় পদক্ষেপের প্রতীক। ইথিওপিয়া সরকার পহেলগাঁও হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী নিজেদের কঠোর নীতিকে পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এদিকে, বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে আরেকটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল ফ্রান্স, ইতালি ও ডেনমার্ক সফরের পর বর্তমানে লন্ডনে পৌঁছেছে। তিনি আশাপ্রকাশ করেছেন যে, অন্যান্য দেশের মতো যুক্তরাজ্য থেকেও পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পাণ্ডার নেতৃত্বাধীন দলটি আলজেরিয়ায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে। অপরদিকে, ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি করুণানিধির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বর্তমানে স্পেনে অবস্থান করছে।

এই সর্বদলীয় উদ্যোগ ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অবস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বার্তা বহন করছে।

গাজায় ত্রাণকেন্দ্রের কাছে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৩০ ফিলিস্তিনি নিহত, শতাধিক আহত

রাফা, গাজা উ ১ জুন: গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফায় একটি মার্কিন অর্থায়নে পরিচালিত ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রের কাছে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে অন্তত ৩০ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১১৫ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। এই ঘটনাকে হামাস ''ক্ষুধার্ত অসামরিক মানুষের উপর পরিচালিত গণহত্যা'' বলে অভিহিত করেছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে সকালবেলা, যখন হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নাগরিক ত্রাণ সংগ্রহের জন্য উক্ত কেন্দ্রের সামনে জড়ো হয়েছিলেন। স্থানীয় এক ফিলিস্তিনি সাংবাদিক জানিয়েছেন, ইসরায়েলি ট্যাংক থেকে ভিড়ের দিকে সরাসরি গুলি চালানো হয়।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা এতটাই চরমে পৌঁছেছে যে, নিহত ও আহতদের দেহ গাধার গাড়িতে করে সরিয়ে নেওয়া হয়, যা গাজার মানবিক সংকটের গভীরতা স্পষ্ট করে।

আহতদের মধ্যে অনেককে নাসের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় হামাস একে ''মানবিক সহায়তার নামে মৃত্যুকূপ'' আখ্যা দিয়ে জানায়, ইসরায়েল রাফায় সাধারণ মানুষের উপর আরেকটি 'গণহত্যা' চালিয়েছে।

এই ঘটনাটি এমন এক সময় ঘটল, যখন হামাস সম্প্রতি মার্কিন সমর্থিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। হামাসের এক শীর্ষ কর্মকর্তা এ প্রতিক্রিয়াকে ''ইতিবাচক ও দায়িত্বশীল'' বলে বর্ণনা করলেও, মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ একে ''সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য'' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

হামাস এক স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার দাবি করেছে বলে জানা গেছে।

এর আগে শুক্রবার, ইসরায়েল হামাসকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিল তারা যেন প্রস্তাব মেনে গাজায় আটক সকল জিম্মিকে মুক্তি দেয়, নচেৎ ''সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হবে''।

এই ঘটনার ফলে গাজা উপত্যকায় চলমান উত্তেজনা আরও বেড়ে গেছে, এবং আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে।

মণিপুরে ভয়াবহ বন্যা: ৩,৮০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, ৮৮৩টি ঘরবাড়ি ধ্বংস, সেনা উদ্ধার করেছে শত শত মানুষকে

ইমফল, ১ জুন: প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে মণিপুরে গত ৪৮ ঘণ্টায় ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধস দেখা দিয়েছে। এতে অন্তত ৩,৮০২ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ৮৮৩টি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইমফল পূর্ব জেলা, যেখানে রাজ্য রাজধানী ইমফলের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলি সম্পূর্ণভাবে জলের নিচে তলিয়ে গেছে।

ইমফল ও ইরিল নদী-সহ একাধিক নদীর পানি উপচে পড়ায় খুরাই, হেইংগাং ও চেকন-এর মতো এলাকায় বাঁধ ভেঙে যায়। রাজ্য সরকারের এক কর্মকর্তা বলেন, ''গত ৪৮ ঘণ্টায় বন্যা ও ভূমিধসের কারণে বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং শত শত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।''ভারতীয় সেনা ও আসাম রাইফেলস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে ইতিমধ্যেই ৮০০ জনের বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে। রাজ্যজুড়ে ১২টি ভূমিধসের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ২ জন আহত এবং ৬৪টি গৃহপালিত পশু মারা গেছে।

রাজ্যপাল অজয় কুমার ভল্লা, মুখ্যসচিব পি.কে. সিং-সহ ঊর্ধতন কর্মকর্তারা কাংলা নংপক থং, লাইরিকিয়েংবাম লেইকাই এবং সিংজামেই ব্রিজ-এর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছেন। রাজভবন সূত্র জানিয়েছে, রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নদীর জলস্তরের ওপর নজরদারি বজায় রাখার এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। বন্যার কারণে অল ইন্ডিয়া রেডিও ইমফল ও জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস -এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ ব্যাহত হয়েছে। যদিও রবিবার সকাল নাগাদ চেকন ও ওয়াংখেই এলাকায় কিছুটা জল নামতে শুরু করে, তবে খুরাই ও হেইংগাং-এর পরিস্থিতি এখনও গুরুতর।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনস্থ বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ আজ পুনেতে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া এর সহযোগিতায় নিবেশক শিবিরের পাইলট অধ্যায়টি সফলভাবে চালু করেছে।

পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির পরীক্ষায় নেমেছে ভারতীয় সেনা, বিভিন্ন স্থানে চলছে কঠোর মূল্যায়ন

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : ভারতীয় সেনা দেশব্যাপী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির কঠোর পরীক্ষা চালাচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে এই প্রযুক্তি মূল্যায়ন মূলত যুদ্ধ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে পরিকল্পিত হয়েছে।

এই পরীক্ষা চলেছে পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ, বাবিনা ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এবং উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠে। পরীক্ষায় ইলেকট্রনিক যুদ্ধ অনুশীলনের সিমুলেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলির কার্যকারিতা যাচাই করা হচ্ছে।

বায়ু প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী আগামী দিনে আগ্রা এবং গোপালপুরেও অনুষ্ঠিত হবে। এখানে আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগের আওতায় নির্মিত বহু উন্নত প্রযুক্তির প্রদর্শন করা হবে।

মূল প্রযুক্তিগুলির মধ্যে রয়েছে আনম্যানড এরিয়াল সিস্টেম , যা দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হতে পারে এবং বিভিন্ন যুদ্ধ বা নজরদারি অভিযানে ব্যবহৃত হয়। ইউএভি-লঞ্চড প্রিসিশন-গাইডেড মিউনিশনস হলো এমন অস্ত্র, যা ড্রোন বা ইউএভি থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আঘাত হানতে সক্ষম। লইট্রিং মিউনিশনস হলো এক ধরনের ঘোরাফেরা করা ড্রোন যা টার্গেট খুঁজে পেলে সেগুলিতে আত্মঘাতী হামলা চালাতে পারে। লো-লেভেল লাইটওয়েট রাডার ব্যবস্থাগুলি নিচু উচ্চতায় বিমানের গতিবিধি শনাক্ত করতে সক্ষম, যা যুদ্ধক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়া দিতে সহায়তা করে। ইলেকট্রনিক যুদ্ধ প্ল্যাটফর্ম শত্রুপক্ষের যোগাযোগ এবং রাডার সিস্টেমে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে, যা আধুনিক যুদ্ধ কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া, ভার্টিকাল-লঞ্চ ড্রোন এমন একটি প্রযুক্তি, যা উল্লম্বভাবে উৎক্ষেপণযোগ্য এবং অল্প জায়গায়ও কার্যকরভাবে মোতায়েন করা যায়। এই সমস্ত প্রযুক্তি ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ ও আত্মনির্ভরতার দিকে অগ্রগতি তুলে ধরে।

এই প্রকল্পে একাধিক প্রতিরক্ষা শিল্প সংস্থা অংশগ্রহণ করছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মতে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তনশীল যুদ্ধক্ষেত্রের চাহিদা মেটাতে এবং উদীয়মান প্রযুক্তিকে দ্রুত কার্যকরভাবে গ্রহণের দিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আত্মনির্ভরতা ও আধুনিকীকরণের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দেশজুড়ে তৈরি হয়েছে ১.৭৭ লক্ষ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির : জে.পি. নাড্ডা

জয়পুর, ৩১ মে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা বলেছেন, “অপারেশন সিন্দুর প্রমাণ করেছে যে যদি কেউ ভারতের দিকে চোখ তুলে তাকায়, তাহলে ভারত তার ঘরে ঢুকে জবাব দিতে সক্ষম।” তিনি জয়পুরে এক অনুষ্ঠানে বলেন, “ভারতের কড়া পদক্ষেপের কারণে পাকিস্তান মাত্র চার দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ভারতীয় সেনা মাত্র ২২ মিনিটে ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করেছে।”নাড্ডা বলেন, “এটি সেনাবাহিনীর শক্তি, সাহসিকতা, পরিকল্পনা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বদক্ষতার প্রতিফলন। আজ দেশ মোদীজির নেতৃত্বে নিজেকে নিরাপদ মনে করছে।” তিনি আরও জানান, “অপারেশন সিন্দুর এখনও বন্ধ হয়নি, এটি চলমান রয়েছে।”লোকমাতা অহল্যাবাই হোলকর মহিলা সশক্তিকরণ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জে.পি. নাড্ডা বলেন, “প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতীয় রাজনীতির সংস্কৃতি পাল্টে দিয়েছেন। তিনি রিপোর্ট কার্ডের রাজনীতির সূচনা করেছেন।” নীতিনির্ধারকদের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, “নীতিনির্মাতা সমাজে বড় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন।”

তিনি জানান, “আগের স্বাস্থ্যনীতি ছিল শুধুমাত্র চিকিৎসা নির্ভর, কিন্তু ২০১৭ সালের স্বাস্থ্যনীতি একটি সমন্বিত ও যথাযথ পরিচর্যার ওপর

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নেশা বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য, প্রাক্তন বৈরী নেতার বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ ড্রাগস ও নগদ অর্থ উদ্ধার

দামছড়া, ১ জুন: উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া থানার পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযানে আবারও বড়সড় সাফল্য। শনিবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে দামছড়া কাসকাউ পাড়ায় অভিযান চালিয়ে এক প্রাক্তন বৈরী নেতার বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশা সামগ্রী এবং নগদ অর্থ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

অভিযানটি পরিচালনা করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরিমিয়া ডার্লং এবং দামছড়া থানার ওসি সঞ্জয় মজুমদার। অভিযানে সঞ্জিত দেববর্মা নামে এক কুখ্যাত নেশা কারবারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, অভিযানে সঞ্জিত দেববর্মার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ ড্রাগস ও হেরোইন, ৮০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং নগদ ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য ও বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ মজুত রাখার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তাকে গ্রেপ্তার করে দামছড়া থানায় রাখা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সঞ্জিত দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং তার বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অভিযোগ ছিল। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও আরও জোরদার করা হবে এবং নেশা বিরোধী লড়াইয়ে কোনও রকম আপস করা হবে না।

এই অভিযানে সাফল্যের জন্য উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ প্রশাসনের প্রশংসা করেছেন সাধারণ নাগরিকরা। জেলা পুলিশ জানিয়েছে, মাদকের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে।

৪ জুন পর্যন্ত দিল্লি, হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা: আবহাওয়া দপ্তর

নয়াদিল্লি, ১ জুন: ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৪ জুন পর্যন্ত দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়ে বজ্রপাত ও দমকা হাওয়ার সঙ্গে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। আজ আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে দপ্তর। এছাড়া, বিদর্ভ, ছত্তীসগড়, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে আজ বজ্রবিদ্যুৎ সহ দমকা হাওয়া এবং হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

কেরল, মাহে, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশেও আজ বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। গুজরাটের সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে দমকা হাওয়া বইতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ৪৪৮ জন ক্রীড়াবিদকে ৫ কোটি ৬৭ লাখ টাকার পুরস্কার প্রদান করলেন

চণ্ডীগড়, ১ জুন: ভারতের ক্রীড়ামন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডব্য ৪৪৮ জন ক্রীড়াবিদকে মোট ৫ কোটি ৬৭ লাখ টাকার পুরস্কার প্রদান করেছেন। এই ক্রীড়াবিদদের মধ্যে রয়েছেন ৮ জন আন্তর্জাতিক স্তরের এবং ২৩ জন জাতীয় স্তরের ক্রীড়াবিদ। পাশাপাশি, প্যারা-অ্যাথলিটদেরও তাঁদের অসাধারণ অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে ড. মাণ্ডব্য আরও জানান যে ৩২০ জন ক্রীড়াবিদকে ১ কোটি ৩২ লাখ টাকার স্কলারশিপ অনলাইনের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ও চণ্ডীগড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক গুলাব চাঁদ কাটারিয়া।

ড. মাণ্ডব্য বলেন, চণ্ডীগড়ে একটি মাল্টিপারপাস স্পোর্টস ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা হবে, যেখানে একাধিক খেলার অনুশীলনের সুবিধা থাকবে। এই অনুষ্ঠানে “চণ্ডীগড় ম্যারাথন ২০২৫”-এর অফিসিয়াল লোগো এবং ট্যাগলাইনও উন্মোচন করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণে গতি আনতে অস্ত্র কেনার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে

নয়াদিল্লি, ১ জুন: সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সামগ্রী কেনার প্রক্রিয়াকে দ্রুত করার জন্য একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং জানিয়েছেন, এই পদক্ষেপের ফলে প্রায় ৬৯ সপ্তাহ সময় বাঁচবে এবং ২০২০ সালের ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালার সংশোধনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গতকাল নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রতিরক্ষা কনক্লেভে প্রতিরক্ষা সচিব বলেন, প্রতিরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ে সময় ইতিমধ্যেই অনেকটা হ্রাস করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সামগ্রী ক্রয়ে প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন এবং আরও প্রতিযোগিতামূলক মুল্য নির্ধারণ পদ্ধতির প্রয়োজন, যাতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্র প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে।

প্রতিরক্ষা সচিব জানান, জাহাজ নির্মাণ ও উন্নত মাঝারি যুদ্ধবিমান (ঞ্চঞ্চঙ) প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সরকার ২৭ মে তারিখে পঞ্চম প্রজন্মের রাডার এড়াতে সক্ষম দেশীয় যুদ্ধবিমান তৈরির প্রকল্প শুরু করেছে। এছাড়া, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০২৫ সালকে “সামরিক সংস্কার বর্ষ” হিসেবে ঘোষণা করেছে, যার লক্ষ্য সেনাবাহিনীতে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

জন ঔষধি কেন্দ্র অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করবে যুব কর্মসূচি ও ক্রীড়া মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : যুব কর্মসূচি ও ক্রীড়া মন্ত্রক, ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগের সহায়তায় আগামীকাল থেকে ‘জন ঔষধি কেন্দ্র অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ কর্মসূচি’ শুরু করতে চলেছে। এই ১৫ দিনব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় পাঁচটি করে জন ঔষধি কেন্দ্রে পাঁচজন যুব স্বেচ্ছাসেবককে নিয়োগ করা হবে।

এই স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর একাধিক দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিদিনের কার্যকলাপে সহায়তা, ওষুধের সঠিক ব্যবস্থাপনা, জেনেরিক ওষুধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়ানো।

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো যুবসমাজকে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা, এবং তাদের মধ্যে সেবা, শৃঙ্খলা ও সমাজমুখী পেশাগত মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

এই কর্মসূচি যুব বিকাশ ও জনস্বাস্থ্য প্রচারের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরি করবে। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি প্রকল্পের পরিসর ও নাগালের সম্প্রসারণেও সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রিয়াং জনজাতিদের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে রাজ্যে মাল্টিপার্পাস সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে: সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: আদিম জনজাতি গোষ্ঠীর আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে কাজ করেছে। প্রধানমন্ত্রী জনমন যোজনার মাধ্যমে আদিম জনজাতিগোষ্ঠীর জন্য পুনবার্সন, আবাসন, বিনোদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যাবস্থা, বিদ্যুৎ, শৌচালয়, পানীয়জলের ব্যবস্থা করার কাজ চলছে। আজ জোলাইবাড়ি ব্লকের কোয়াইফাং কমিউনিটি হলে শান্তিরবাজার মহকুমার জন্য ৬টি মাল্টিপার্পাস সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এই কথা বলেন, সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিকশিত ভারত নির্মাণের কর্মযজ্ঞ চলছে। এখন যেকোন সরকারি প্রকল্পের টাকা সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের রিয়াং জনজাতিদের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে রাজ্যের ৮টি জেলায় ২৬টি মাল্টিপার্পাস সেন্টার নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ একই দিনে শান্তিরবাজার মহকুমার লংকাজয় পাড়া, নাজিরাই পাড়া, বীরমন্ত পাড়া, পুর্ণরাই পাড়া, কেসি পাড়া এবং অনুরাম পাড়ায় মাল্টিপাপাস সেন্টার নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল। প্রত্যেকটি মাল্টিপাপাস সেন্টার নির্মাণে ব্যয় হবে ৬০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, সচিব কে. শশী কুমার, টিআরপি/পিটিজি দপ্তরের অধিকর্তা নগেন্দ্র দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, বিএসি”র চেয়ারম্যান অশোক মগ, বগাফা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণা রিয়াং, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমাশাসক মনোজ কুমার সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ বনাধিকার আইনে ১৫ জনকে জমির পাট্টা বিলি করেন।

ঘূর্ণিঝড়ে সব হারালেন বিশালগড়ের পোল্ট্রি খামারি, সরকারের সাহায্যের আর্তি

বিশালগড়, ১লা জুন ২০২৫: জীবনের শেষ সম্বলটুকু আর ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণ দিয়ে গড়া ব্রয়লার মুরগির খামার এক মিনিটের ঘূর্ণিঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ায় পথে বসলেন বিশালগড়ের গোকুলনগর ভৌমিকপাড়ার বাসিন্দা বিজয় সরকার। স্বামী-স্ত্রী মিলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে স্বপ্নের জাল বুনেছিলেন, শনিবার রাতের আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

জানা গেছে, পরিবার ও সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে দুটি ব্রয়লার মুরগির খামার গড়ে তুলেছিলেন বিজয় সরকার। মাত্র দু’দিন আগেই আড়াই হাজার ব্রয়লার মুরগির ছানা প্রতিটি ৫০ টাকা দরে কিনে খামারে এনেছিলেন। শনিবার রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ আকস্মিক ঘূর্ণিঝড় এসে বিজয়ের দুটি খামারই সম্পূর্ণ ভেঙে দেয়। টিনের ছাউনি প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ মিটার দূরে উড়ে যায়। খামারের ভেতরে থাকা আড়াই হাজার মুরগির ছানা মুহূর্তের মধ্যেই মারা যায়। ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতায় তার ঘরের টিনের ছাউনিও গাছ ও জমিতে উড়ে গেছে বলে জানান বিজয়।

কান্নায় ভেঙে পড়ে বিজয় সরকার বলেন, “অনেক আশা ছিল ভবিষ্যতে সেই ব্রয়লার মুরগি বিক্রি করে সন্তানদের ভবিষ্যতের পথ দেখাবো, কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল আমার।” তিনি অসহায় অবস্থায় সরকারের কাছে বিনীতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়া বিজয় সরকারের পাশে সরকার দাঁড়াবে কিনা, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

মিস ওয়ার্ল নির্বাচিত হলেন থাইল্যান্ডের ওপাল সুচাতা চুয়াংসরি

হায়দরাবাদ, ১ জুন: থাইল্যান্ডের ওপাল সুচাতা চুয়াংসরি বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা মিস ওয়ার্ল-এর নতুন বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠানে পূর্বতন মিস ওয়ার্ল ক্রিস্টিনা পিসজকোভা তাঁকে মুকুট পরিয়ে দেন। এবারের আসরে বিশ্বের ১০৮টি দেশের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ ও অভিনেতা ঈশান খট্টর মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। অভিনেতা সোনু সুদকে তাঁর মানবিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

এবারের বিচারক প্যানেলে ছিলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. ক্যারিনা টাইরেল, সমাজসেবী সুধা রেড্ডি, অভিনেতা ও প্রযোজক রানা দাগ্গুবতি, তেলেঙ্গানার বিশেষ মুখ্য সচিব জয়েশ রঞ্জন, মিস ওয়ার্ল ২০১৭ মানুশী ছিল্লার, অভিনেত্রী ও প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া নম্রতা শিরোডকর, অভিনেতা সোনু সুদ এবং মিস ওয়ার্ল মঞ্চের স্টেজ ডিরেক্টর ডোনা ওয়ালশ। অনুষ্ঠানটি ছিল গ্ল্যামার, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বের এক অনবদ্য সংমিশ্রণ।

বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি

● প্রথম পাতার পর

বলে জানিয়েছে বিএসএফ। তবে স্থানীয় প্রশাসন এবং বিএসএফ যৌথভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। সীমান্তে চোরাচালান রোধে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলেও বিএসএফ জানিয়েছে।

প্রবল বৃষ্টি এবং ভূমিধসে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন প্রায় ৬০ হাজার মানুষ। আটকে পড়েছেন পর্যটকরাও। বলা বাহুল্য, ক্রমেই পরিস্থিতি সেখানে জটিল হচ্ছে।অরুণাচল প্রদেশেরও বেহাল দশা। শুক্রবার রাতে বানা-সেপ্পা রোডে প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিধসের জেরে একটি গাড়ি খাদে পড়ে যায়। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গর্ভবতী মহিলা-সহ সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও খারাপ আবহাওয়ার জন্য উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়। বানা এবং সেপ্পার মধ্যবর্তী রাস্তাটিতে মাঝেমধ্যেই ভূমিধস দেখা যায়। বিশেষ করে বর্ষাকালে এই রাস্তায় ধস নামে। ধসের ফলে সমস্যায় পড়েন স্থানীয়রা। এনিয়ে প্রায়শই তাঁরা নানান অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও কোনও সুরাহা হয়নি বলেই অভিযোগ। শনিবার রাতেও ক্যাবেজ গার্ডেন এলাকায় ভূমিধসের কারণে মৃত্যু হয়েছে দু’জনের।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর-পূর্বের আরও চার রাজ্য মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ও। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে কার্যত জলের তলায় একাধিক এলাকা। জারি করা হয়েছে বন্যা সতর্কতা। স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই সেখানে শুরু হয়ে গিয়েছে উদ্ধারকাজ। প্রবল বৃষ্টির জেরে মিজোরামে মোট পাঁচটি হোটেল ধসে গিয়েছে। ঘটনায় বেশ কিছু পর্যটকের মৃত্যুও হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে মিজোরাম এবং ত্রিপুরাতেও থমকে গিয়েছে জনজীবন।এদিকে আগামী কয়েকদিন গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতজুড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসমভবন। জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। তবে অসমের বেশ কিছু জায়গায় লাল সতর্কতা জারি করেছে মৌসমভবন।

৬০টি ত্রাণ আশ্রিত ১০,৬০০

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা শহর জলমগ্ন হয়ে পড়লেও তা ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে জল নিষ্কাশন সম্ভব হয়েছে। এদিন তিনি নাগরিকদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকুন, নদী ও নিচু এলাকায় অযথা যাবেন না এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলুন। তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য সবরকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং ত্রাণ, পুনর্বাসন ও ঝুঁকি হ্রাসে সক্রিয়ভাবে কাজ চলছে।

এদিকে, সোমবারেও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এবং খোয়াই জেলায় লালসতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী সোমবার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিম জেলা এবং খোয়াই জেলাতে। বাকি জেলাগুলিতেও এদিন কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। ওই জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে শনিবারে টানা বৃষ্টিপাতের ফলে প্লাবিত হয়েছে রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল। একাধিক এলাকায় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন স্থানীয়রা।

৩১ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়। বোধজংনগর (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ১৯৮.৫ মিমি, জিরানিয়া (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ১৭৫.৫ মিমি, আগরতলা (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ১৪০ মিমি ও উনকোটি জেলায় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে কৈলাশহরে- ১৯২.২ মিমি।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসককে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সচেতন করা হয়েছে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলার জেলাশাসককে এক চিঠিতে দুর্যোগ মোকাবেলায় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার।

প্রবল বর্ষণে রাজধানীর বিভিন্ন

● প্রথম পাতার পর

পশ্চিম জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। পশ্চিম জেলার বিশেষ করে হাওড়া নদীর জল প্লাবিত হওয়ায় চন্দ্রপুর বলদাখাল রোড ,শ্রীলংকা বস্তি ,পশ্চিম চম্পামুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জল প্লাবিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে এইসব এলাকার মানুষজনকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক এলাকা পরিদর্শন করে বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন।

তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসনের তরফ থেকে উদ্ধারকারী দলগুলো প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। ১২ টি উদ্ধারকারী দল বন্যা দুর্গত মানুষজনদের উদ্ধারের কাজ অব্যাহত রেখেছে। ২৫টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। ছয় হাজারেরও বেশি বিপন্ন মানুষ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের জন্য প্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাওড়া নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। আরো বৃষ্টিপাত হলে পরিস্থিতির আরো অবনতি করতে পারে। প্রশাসন পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে বলে জেলাশাসক জানিয়েছেন।

বন্যা কবলিত এলাকা ও ত্রাণ

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রপুর, প্রতাপগড় ও বড়দোয়ালি সহ বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন।

এর পাশাপাশি স্বামী দয়ালানন্দ স্কুল, রামঠাকুর গার্লস স্কুল, বিবেকানন্দ স্কুল, প্রগতি স্কুল সহ বিভিন্ন ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করে মানুষের খোঁজখবর নেন তিনি। কথা বলেন ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষের সঙ্গে। জেনে নেন তাদের সমস্যা সম্পর্কে। ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত মানুষের থাকা খাওয়ার যাতে কোন সমস্যা না হয় সেবিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রশাসনের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পরে সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত দুদিন ধরে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছে। শুধু ত্রিপুরায় নয়, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আসামের শিলচর, অরুণাচল সহ বিভিন্ন প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। গতকাল ও আজকে মিলে এখানেও ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। তবে বেশি বৃষ্টি হলেও জমা জল সরে গিয়েছে। এতে বোঝা যায় যে জলের বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা ঠিক রয়েছে। যদিও এনিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন। আজ শ্রীলঙ্কা বস্তি সহ বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করতে বেরিয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ২৪/২৫টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে বন্যার্তদের জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেডিকেল টিমকেও তাদের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে বলা হয়েছে। স্যানিটারির ব্যবস্থা ঠিক রাখতেও নির্দেশ দিয়েছি। আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, ভলান্টিয়ার, আপদা মিত্র সবাই মিলে কাজ করছে। এধরণের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমরা কতটুকু প্রস্তুত রয়েছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সেভাবেই প্রশাসন, পুর নিগমের কর্মী আধিকারিকগণ কাজ করছেন। আমাদের কার্যকর্তাগণও প্রচুর পরিশ্রম করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, যারা এখনো বন্যা কবলিত এলাকায় বাড়িঘরে রয়েছেন তারা যাতে প্রশাসনিক নির্দেশ মেনে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসেন। নাহলে পরে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এবিষয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় মাইকিংও করছি যাতে তারা চলে আসেন।

পরিদর্শনকালে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

লুধুয়া চা বাগানকে ইকো

● আটের পাতার পর

ফুটব্রীজ, বসার জায়গা, লগ হাট নির্মাণ সহ বিভিন্ন ঔষধী গাছ ও ফুলের গাছের বাগান তৈরী করা হবে।

সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পকে আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। রাজ্য ও বহিরাজ্যের পর্যটকগণ যাতে রাজ্যের যেকোন পর্যটনস্থানে গিয়ে সকল ধরনের সুবিধা পেতে পারেন তার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগও সম্প্রসারিত হবে। পর্যটনমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন লুধুয়া চা বাগান অচিরেই পর্যটকদের পছন্দের স্থান হয়ে উঠবে। পরিদর্শন কালে পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন প্রক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায়, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি, মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্ত, কার্যনির্বাহী বাস্তুকার সুনীল পোদ্দার প্রমুখ।

াঙ্গন

গ্রামীন ব্যাংকের পক্ষ থেকে ওবিসি ছেলেমেয়েদের ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রামীণ ব্যাংক ও ওবিসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যৌথ উদ্যোগে ওবিসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয় শনিবার। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওবিসি কল্যাণ দপ্তরের সচিব তাপস রায়। এছাড়াও ছিলেন ওবিসি কল্যাণ নিগমের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং, ওবিসি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী সহ অন্যান্যরা। ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আসা ও বি সি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।

এদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে ওবিসি দপ্তরের সচিব তাপস রায় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান ,ওবিসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ও বি সি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের জন্য নানা রক প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগীতা প্রদান করে থাকে।

তার সাথে ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্কও নিজেদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে এধরনের কর্মসূচীতে সামিল হয়েছে। যার মধ্যে প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ, পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপ ইত্যাদি রয়েছে ,তাছাড়া ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সমাজে আরও বেশী উন্নততর করতে তাদের জন্য আর কি করা যায় সেদিকে লক্ষ রেখে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে জানান তিনি।

পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলাকেও গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন খেলাধুলার মাধ্যমে যেমন দৈহিক বিকাশের সাথে মানসিক বিকাশ হবে ,যার মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথা কুচিন্তা থেকে নিজেদের বিরত রেখে নিজের সাথে সাথে সমাজকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল লক্ষনীয়।

শান্তিকামি সংঘের ব্লিটস দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন কিংশুক দেবনাথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলেন কিংশুক দেবনাথ। শান্তিকামি সংঘ আয়োজিত প্রথম বর্ষ প্রাইজমানি ব্লিটস দাবা প্রতিযোগিতায়। রবিবার বুদ্ধমন্দিরস্থিত ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় আসরটি।

তাতে অংশ নিয়েছিলেন ৬৭ জন দাবাড়ু। ৮ রাউন্ডে ওই আসরে পুরো ৮ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কিংশুক দেবনাথ।

৭ পয়েন্টে দ্বিতীয় স্থান দখল করে শাক্য সিনহা মোদক। ৬ পয়েন্ট ভোকলসে তৃতীয় থেকে অষ্টম স্থান দখল করে যথাক্রমে অগ্রজিৎ পাল, আরাধ্যা দাস, উমাশঙ্কর দত্ত, দিগন্ত রায়, দেবাঙ্কুর ব্যানার্জি এবং অনুরাগ ভট্টাচার্য্য। সাড়ে পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে নবম এবং দশম স্থান দখল করে যথাক্রমে আয়ুষ সাহা এবং আন্তরীপ আচারিয়া।

প্রথম কুড়িজন দাবাড়ুকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া বয়স ভিত্তিক বিভাগেও দাবাড়ুদের পুরস্কৃত করা হয়। আসরে অনূর্ধ-৭ বিভাগে দক্ষিণী নাগ, কৃত্তিকা চক্রবর্তী, ডোঙ্গল দেববর্মা,অনূর্ধ-৯ বিভাগে শুভায়ন দাস,আইজাক দেববর্মা, রোহিল সাহা,অনূর্ধ-১১ বিভাগে প্রতিরূপ পাল, আদ্যা দাউ, রোহন পাটারি, অনূর্ধ-১৩ বিভাগে ত্রিশনায়ন চক্রবর্তী,রুদ্রনীল দেবনাথ, অর্ণব দাস, অনূর্ধ-১৫ বিভাগে রুশল সরকার, দেবাঞ্জন দে,স্বস্তিক মজুমদার, ভেটারেন্স পুরুষ বিভাগে প্রদীপ কুমার দেবনাথ মহিলা বিভাগে সুলেখা দাস,নাজ দত্ত চৌধুরি এবং সেরা শান্তিকামি সঙ্ঘের দাবাড়ু হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছেন অরূপ সিনহা। শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। আসর পরিচালনা করেন পান্না আহমেদ।

রোহিতের সাফল্যের দিনে ব্যর্থ উত্তরসূরি, ক্যাচ ফস্কে ম্যাচও ফস্কাল শুভমনের গুজরাত, ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে পঞ্জাবের সামনে মুম্বই

মরণ-বাঁচন ম্যাচে বিপক্ষের দুই সেরা ক্রিকেটারের ক্যাচ তিন বার ফস্কালে, সেই ম্যাচ জেতার আশা করা যায় না। ঠিক সেটাই হল গুজরাত টাইটান্সের ক্ষেত্রে। ক্রিকেট কতটা নির্মম, তা বুঝতে পারলেন শুভমন গিল। কিছু দিন পরেই তিনি ইংল্যান্ডে উড়ে যাবেন সাদা জার্সিতে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে। তবে শুক্রবারের এই হারের ক্ষত তার পরেও দগদগে হয়ে থেকে যাবে। গোটা প্রতিযোগিতায় ভাল খেলেও কী ভাবে শেষ মুহূর্তে এসে ডুবে যেতে হয়, তা দেখাল গুজরাত। এ দিন তিন বার ক্যাচ ফস্কালেন গুজরাত ফিল্ডারেরা। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটাও ফস্কে গেল। আগে ব্যাট করে মুম্বইয়ের তোলা ২২৮/৫-এর জবাবে গুজরাত থেমে গেল ২০৮/৬ রানে।১৯৯৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তাঁর ক্যাচ ফেলার পর দক্ষিণ আফ্রিকার হার্শেল গিবসকে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ ওয় বলেছিলেন, 'ক্যাচ নয়, তুমি বিশ্বকাপটাই ফেলে দিলে।' শুক্রবার সেই কথাটাই গুজরাতের দুই ক্রিকেটারকে বলতে পারেন রোহিত। তাঁরা ক্যাচ নন, হাত থেকে ফেলে দিলেন আইপিএলটাই! না হলে যে দলকে লিগ পর্বে অপ্রতিরোধ্য দেখাচ্ছিল তারাই এ ভাবে শেষ দিকে এসে ভেঙে পড়ল কী করে।দ্বিতীয় ওভারের পঞ্চম বলটা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ করেছিলেন রোহিতের কাঁধের উচ্চতায়। মুম্বইয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক একটুও না ভেবে পুল করেন। বল অনেকটা উঁচু হয়ে ডিপ স্কোয়্যার লেগের দিকে এগোতে থাকে। জেরাল্ড কোয়েৎজির সামনে সুযোগ ছিল লোপ্পা ক্যাচ ধরার। বল তাঁর হাতে লাফিয়ে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।পরের ওভারে একই কাজ করেন কুশল মেন্ডিস। এ বার মহম্মদ সিরাজের বলে উইকেট ছেড়ে চালাতে যান রোহিত। ব্যাটের কানায় লেগে সরাসরি উইকেটকিপার কুশলের দিকে যাচ্ছিল বল। সহজ ক্যাচও গ্লাভসবন্দি করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার। দর্শকাসনে বসা স্ত্রী রিতিকার হাসি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল দিনটা রোহিতের হতে চলেছে।দু'বার প্রাণ ফিরে পেয়ে রোহিত সুযোগ ছেড়ে দেবেন এমন ক্রিকেটার নন। যত ক্ষণ ক্রিজে ছিলেন, মন ভোলানো সব শট খেলেছেন। সিরাজকে স্ট্রেট ড্রাইভে চার মেরেছেন, সাই কিশোরকে যথেচ্ছ সুইপ করেছেন, রশিদ খানকে এগিয়ে এসে কভারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। সেই ফাঁকে আইপিএলে দ্বিতীয় ব্যাটার (প্রথম বিরাট কোহলি) হিসাবে সাত হাজার রান পূরণও করেছেন। নবম ওভারে রশিদকে যে ভাবে সুইপ মেরে স্কোয়্যারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দিলেন তা চোখে লেগে থাকার মতো।তার পরেও শতরান এল না ব্যাটে। অর্ধশতরানের পরেই রান তোলার গতি খানিকটা কমে গিয়েছিল। প্রসিদ্ধের বলে ৮১ রানে রোহিত ক্যাচ দেন রশিদের হাতে।আলাদা করে প্রশংসা প্রাপ্য জনি বেয়ারস্টোর। অতীতে পঞ্জাব, হায়দরাবাদের হয়ে খেলার সুবাদে আইপিএলের মঞ্চ অচেনা নয়। কিন্তু প্রতিযোগিতার শেষ পর্বে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা একটু চাপেরই। বেয়ারস্টোকে দেখে অবশ্য বোঝা গেল না। মনে হল শুরু থেকেই আইপিএলে খেলছেন। প্রথম বল থেকে যে ভাবে চালাতে শুরু করলেন ইংরেজ ব্যাটার, তার দিশা খুঁজে পেলেন না গুজরাতের বোলারেরা। প্রসিদ্ধের একটি ওভার থেকে ২৮ রান নেন বেয়ারস্টো।সূর্যকুমার যাদব (৩৩) এবং তিলক বর্মা (২৫) ক্রিজে নেমে নিজেদের কাজটা করে দিয়েছিলেন। তবে মুম্বই যে দুশোর গণ্ডি পেরিয়েও খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল, তার নেপথ্যে হার্দিক পাণ্ড্য। শেষ ওভারে কোয়েৎজিকে তিনটি ছয় না মারলে দুশো পেরিয়েই শেষ হয়ে যায় মুম্বইয়ের ইনিংস।গুজরাত খেলতে নেমেছিল দলের অন্যতম সফল ব্যাটার জস বাটলারকে ছাড়াই। তার উপর প্রথম ওভারেই শুভমনকে হারায় তারা। ট্রেন্ট বোল্টের মতো বোলার সাধারণত ইনিংসের শুরুর দিকে ভরপুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামেন। সেই বোল্টকে শুরুতেই আড়াআড়ি খেলতে গেলেন শুভমন। বল ব্যাটের নাগাল এড়িয়ে আছড়ে পড়ল প্যাডে। খালি চোখেই বোঝা যাচ্ছিল বল মাঝের স্টাম্পে লাগছে। শুভমন জোর করে ডিআরএস নিলেও সিদ্ধান্ত বদলায়নি।বাটলারের অভাব পূরণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় মেন্ডিসকে। ক্রিজে নেমে বিশেষ কিছু করতে পারেনি। ১০ বলে ২০ রান করেন। তবে 'হিট উইকেট' হয়ে তাঁর আউট হওয়া দিনের অন্যতম সেরা ঘটনা হয়ে থাকল। মিচেল স্যান্টনারের বল হাঁটু মুড়ে ডিপ মিড উইকেটে খেলেছিলেন। বল ব্যাটে ভাল করে লাগার আগেই মেন্ডিসের ডান পা উইকেট ভেঙে দেয়।দু'উইকেট হারানোর পর যথেষ্ট চাপে পড়েছিল গুজরাত। সেই চাপ কাটিয়ে দেন ওয়াশিংটন সুন্দর এবং সাই সুদর্শন। চলতি আইপিএলে শুভমনের সঙ্গে জুটি বেঁধে অনেক স্মরণীয় ইনিংস খেলেছেন শুভমন। তবে এ দিন চাপের মুখে যে ভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে খেললেন তা আলাদা করে নজর কাড়ল। বোঝাল, ইংল্যান্ডগামী দলে তাঁকে নিয়ে ভুল করেননি নির্বাচকেরা। তবে চিন্তাও থাকল তাঁর অনভিজ্ঞতা নিয়ে। ৮০ রানে ব্যাট করার সময় রিচার্ড গ্লিসনকে ও ভাবে স্লগ সুইপ করতে যাওয়া উচিত হয়নি তাঁর। অনায়াসে সোজাসুজি শট খেলে রান নিতে পারতেন। সাহসী হতে গিয়ে উইকেট খোয়াতে হল তাঁকে।প্রশংসা প্রাপ্য ওয়াশিংটনেরও। এমনিতে তাঁর ব্যাটের হাত বেশ ভাল। তবে বিপুল রান তাড়া করতে হওয়ায় আগ্রাসী খেলতে হত। সেই দায়িত্ব ভাল ভাবে পালন করেন ওয়াশিংটন। ম্যাচটা যে শেষ ওভার পর্যন্ত গুজরাত টেনে নিয়ে গেল, তার নেপথ্যে ওয়াশিংটনের অবদান ভুললে চলবে না। জসপ্রীত বুমরাহের ইয়র্কার মাটি ধরাল তাঁকে। আউট করার পর বুমরাহের কঠোর মুখই বলে দিচ্ছিল যে এই জুটি ভাঙতে কতটা মরিয়া ছিলেন তিনি।জুটি ভাঙার পর গুজরাতের হার যে অবধারিত এটা বোঝার জন্য ক্রিকেটবোদ্ধা হওয়ার দরকার ছিল না। গুজরাতের মিডল অর্ডার চলতি প্রতিযোগিতায় সে ভাবে পরীক্ষাতেই পড়েনি। এ রকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শাহরুখ খান, রাহুল তেওতিয়ারা বৈতরণী পার করে দেবেন এমন ভাবার কোনও কারণ ছিল না। সেটা হয়ওনি।

ইন্তার মিলানকে হারিয়ে প্রথমবার ইউরোপ সেরা হতে মরিয়া পিএসজি, আজ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল

মিউনিখ: জাটান ইব্রাহিমোভিচ, নেইমার, কিলিয়ান এমবাপে, লায়োনেল মেসি! চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আশায় বস্তা বস্তা টাকা উড়িয়েছেন আরবের ধনকুবের নাসের আল খেলাফি। কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়নি পিএসজি'র। তবে এবার তাদের স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে উঠতে পারেন লুই এনরিকে। এই স্প্যানিশ কোচের হাত ধরেই দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠেছে প্যারিসের ক্লাবটি। শনিবার রাতে মিউনিখের অ্যালায়েঞ্জ এরিনায় খেতাবি লড়াইয়ে ইন্তার মিলানের মুখোমুখি পিএসজি। ইতালির জায়ান্টকে হারাতে পারলে শুধু ইউরোপের সেরাই নয়, সঙ্গে ঐতিহাসিক ত্রিমুকুট জয়েরও নজির গড়বে প্যারিসের ক্লাবটি। অবশ্য মেগা ম্যাচে ইন্তারও ছেড়ে কথা বলবে না। ২০১০ সালে হোসে মরিনহোর প্রশিক্ষণে শেষবার ইউরোপ সেরা হয়েছিল ইতালির ক্লাবটি। তারপর একাধিকবার হাত ছোঁয়া দূরত্ব থেকে কাপ হাতছাড়া হয়েছে। তাই এবার ট্রফি সান সিরোয় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর সিমোনে ইনজাঘি-ব্রিগেড। শনিবার মিউনিখে ওসুমানে ডেম্বেলেদের পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করছে ফ্রান্সের সম্মানও। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফরাসিদের দাপট সবারই জানা। কিন্তু ১৯৯৩ সালে মার্সেইয়ের পর আর কোনও ফরাসি ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স লিগের স্বাদ পায়নি। শনিবার পিএসজি জিতলে আবার প্রমাণ হবে, ফুটবল এখন 'কোচেস গেম'। কারণ, এনরিকের দলে মেসি, নেইমারদের মানের তারকা নেই। বড় নাম বলতে বার্সেলোনার বাতিল ওসুমানে ডেম্বেলে। কিন্তু তরুণ ফুটবলারদের একসুতোয় বেঁধে পিএসজি'কে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছেন স্প্যানিশ কোচ। ছোট ছোট পাস খেলে প্রান্তিক আক্রমণ শানিয়ে লিভারপুল-আর্সেনালের মতো হেভিওয়েট ক্লাবকে মাটি ধরিয়েছেন এমবাপে-ভিটিনহারা। তাছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার মন্ত্রও এনরিকের জানা। তাঁর প্রশিক্ষণে ২০১৫ সালে ত্রিমুকুট জেতে বার্সেলোনা। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে মরিয়া তারকা কোচ। পরিসংখ্যানও পিএসজি'র পক্ষে। মুখোমুখি সাক্ষাতে মোট পাঁচ বারের মধ্যে তিনবারই জিতেছে প্যারিসের ক্লাবটি। হেরেছে মাত্র একবার। আক্রমণভাগে পিএসজি'র প্রধান অস্ত্র দুই উইঙ্গার ডেম্বেলে ও খচিভা কাভারাসেলিয়া। স্ট্রাইকার ডেসিরে ডুয়েও নিয়মিত গোল পাচ্ছেন। তবে পিএসজি'র পারফরম্যান্স পুরোপুরি নির্ভর করে মাঝমাঠে ভিটিনহা, ফাবিয়ান রুইস ও নেভেসের উপর। তাই এই তিন মিডিওকে শান্ত রাখতে মরিয়া থাকবেন ইন্তার কোচ ইনজাঘি। ১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ২০১০ তিনবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী ইন্তারকে এবার ফেভারিট মানছেন প্রাক্তন কোচ হোসে মরিনহো। পর্তুগাল কোচের কথায়, 'আমি ইন্তারকে ত্রিমুকুট জিতিয়েছিলাম। ইন্তার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়নি।

ভূবনেশ্বরে জাতীয় সাঁতার, রাজ্যদল গঠনের সিলেকশন ট্রায়াল ৮ জুন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভুবনেশ্বরে ৭৮তম জাতীয় সিনিয়র পুরুষ ও মহিলা বিভাগের সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২২শে জুন থেকে ২৬শে জুন। বিগত দিনের মতো এবারও এই আসরে অংশগ্রহণ করবে ত্রিপুরা।এই লক্ষে রাজ্যদল গঠনের জন্য একটি নির্বাচনি শিবিরের আয়োজন করা হয়। যাদের বয়স ১৪ বৎসরের উপরে তারা এই শিবিরে অংশগ্রহন করতে পারবে। আগামী ৮ই জুন রবিবার বিকেল ৩টায় উমাকান্ত সুইমিং পুলে এই নির্বাচনি শিবির অনুষ্ঠিত হবে। যারা এই শিবিরে অংশগ্রহন করতে ইচ্ছুক তাদেরকে সেদিন বিকেল ২-৩০ মিনিটের মধ্যে বয়সের প্রমান পত্রসহ উমাকান্ত সুইমিংপুলে রিপোর্ট করার আহ্বান জানান এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি রঞ্জিত চক্রবর্তী।

'আজকের লড়াইটা হেরেছি, যুদ্ধ এখনও বাকি', বেঙ্গালুরুর কাছে লজ্জার হার ভুলতে চান না শ্রেয়স

আইপিএলের প্রথম কোয়ালিফায়ারে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে দাঁড়াতে পারেনি পঞ্জাব কিংস। আট উইকেটে হেরেছে তারা। ১০ ওভার বাকি থাকতে ম্যাচ জিতেছে বেঙ্গালুরু। লজ্জার এই হার ভুলতে চান না পঞ্জাবের অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার। এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই পরের ম্যাচে জয়ে ফিরতে চান তিনি।সাধারণত বাজে ভাবে কোনও ম্যাচ জিতলে তা ভুলে যেতে চান অধিনায়কেরা। তবে শ্রেয়স সেই দলে পড়েন না। তাই বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে তিনি বলেন, "এই দিনটা ভুলব না।" শ্রেয়সের মতে, তাঁদের পরিকল্পনায় কোনও ভুল ছিল না। কিন্তু তা মাঠে নেমে কাজে লাগাতে পারেননি তাঁরা। শ্রেয়স বলেন, "সত্যি বলতে, যে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা নিয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। মাঠের বাইরে আমরা যা পরিকল্পনা করেছিলাম তা একদম ঠিক ছিল। কিন্তু মাঠে তা কাজে লাগাতে পারিনি। তাই হেরেছি।"প্রথমে ব্যাট করে ১৪.১ ওভারে ১০১ রান অল আউট হয়ে গিয়েছে পঞ্জাব। ফলে বোলারদে কিছু করার ছিল না। সেই কারণে বোলারদের কোনও দোষ দিতে চান না অধিনায়ক। শ্রেয়স বলেন, "আমরা শুরুতেই পর পর উইকেট হারিয়েছি। সেখান থেকে আর ফিরতে পারিনি। তাই বোলারদের কোনও দোষ দিতে চাই না। এই ধরনের উইকেটে আমাদের ব্যাটিং আরও ভাল করতে হবে। আমরা পেশাদার। তাই কোনও অজুহাত দিতে চাই না। এই ম্যাচের ভুল শুধরে পরের ম্যাচে নামব।"এখনও ফাইনালে ওঠার সুযোগ রয়েছে পঞ্জাবের। তবে তার জন্য দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার জিততে হবে তাদের। এত বড় হারের পরেও আত্মবিশ্বাসী শ্রেয়স। তিনি জানেন, একটা ম্যাচ হারলেও ফেরার সুযোগ রয়েছে। আসল লক্ষ্য ফাইনাল জেতা। সেটা মাথায় রেখেই ফিরতে চান তিনি। তাই কথা শেষ করার আগে পঞ্জাব অধিনায়ক বলেন, "আজকের লড়াইটা হেরেছি। যুদ্ধ এখনও বাকি।"

ওড়িশায় জাতীয় অনূর্ধ-৭ দাবায় লড়ছে রাজ্যের খুদে খেলোয়াড়রা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লড়াই করছে ত্রিপুরার দাবাড়ুরা। উড়িষ্যার খোরদারে অনুষ্ঠিত জাতীয় অনূর্ধ ৭ দাবা প্রতিযোগিতায়। ওই রাজ্যের গ্লোবাল স্কুলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আসর।

প্রথম দিনের দুই রাউন্ডের খেলা হয়। এদিন সকালে দেবরাজ ভট্টাচার্য্য জয় পেলেও বিকেলে দ্বিতীয় রাউন্ডে লড়াই করে হেরে যায়। বালক বিভাগে অপর দাবাড়ু অয়নজিৎ নাগ প্রথম রাউন্ডে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় রাউন্ডে দুর্দান্ত খেলে জয় ছিনিয়ে নেয়। ত্রিপুরার আরেক দাবাড়ু শ্রীবান্স প্রতাপ পাল দুই রাউন্ডে হেরে যায়। বালক বিভাগে ২১৩ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নেয়। বালিকা বিভাগে ত্রিপুরার তৃষিকা কামারাপু প্রথম রাউন্ডে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় রাউন্ডে জয় ছিনিয়ে নেয়। রাজ্যের আরেক বালিকা দাবাড়ু সমৃদ্ধি রায় দুই রাউন্ডেই পরাজিত হয়েছে। এ খবর জানান রাজ্য দলের ম্যানেজার প্রীয়ব্রত ভট্টাচার্য্য। প্রথম দুই রাউন্ডের পর ত্রিপুরার দেবরাজ, অয়নজিৎ এবং তৃষিকার পয়েন্ট ১। সোমবার তৃতীয় এবং চতুর্থ রাউন্ডের খেলা হবে।

পঞ্জাবকে উড়িয়ে ন'বছর পর আইপিএল ফাইনালে বেঙ্গালুরু, আঠারোর ট্রফি থেকে এক ম্যাচ দূরে কোহলি, হেরেও সুযোগ শ্রেয়সদের

ট্রফি থেকে এক ম্যাচ দূরে বিরাট কোহলি। ৯ বছর আগে অধিনায়ক কোহলি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে আইপিএলের ফাইনালে তুলেছিলেন। কিন্তু ট্রফি জিততে পারেননি। এ বারে আবার সেই সুযোগ এসেছে। তবে অধিনায়ক নয়, ব্যাটার কোহলির সামনে ট্রফি জয়ের সুযোগ। আর একটি ম্যাচ জিতলেই আঠারো নম্বর আইপিএল ট্রফিটি আঠারো নম্বর জার্সিধারী কোহলির ঘরে ঢুকবে।বৃহস্পতিবার আইপিএলের প্রথম কোয়ালিফায়ারে বেঙ্গালুরু জিতল একপেশে ভাবে। পঞ্জাব কিংসের ব্যাটারেরা ১০১ রানে শেষ হয়ে যাওয়ার পর শ্রেয়স আয়ারদের জেতার আশা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় ম্যাথু হেডেন সেই ইনিংস শেষে জানান মাঠে শিশির পড়ছে। অর্থাৎ, পঞ্জাবের বোলারদের কাজটাও কঠিন হয়ে যায়। ফলে যা হওয়ার তাই হল। পঞ্জাবের ইনিংস শেষ হয়েছিল ১৪.১ রানে। বেঙ্গালুরু ম্যাচ জিতে নেয় ১০ ওভারে।পঞ্জাব ১১ বছর পর আইপিএলের প্লে-অফে উঠেছে। এর আগে তারা ২০১৪ সালে ফাইনাল খেলেছিল। সে বার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে হেরেছিল পঞ্জাব। সেই কেকেআর-কে গত বার চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স। এ বারে তিনি পঞ্জাবের অধিনায়ক। প্রথম কোয়ালিফায়ারে হারলেও সুযোগ পাবেন শ্রেয়স। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে জিতে ফাইনালে উঠে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার সুযোগ পাবেন। তার আগে যদিও এই একপেশে হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে হবে শ্রেয়সদের।সম্প্রচারকারী সংস্থা। সেখানে দেখানো হচ্ছিল এ বারের ১৮তম আইপিএল জুড়ে রয়েছে কোহলির ১৮ নম্বর। সেটাই সত্যি করে আইপিএলের ফাইনালে উঠলেন কোহলি। বাকি আর একটি জয়।

এর আগে তিন বার আইপিএলের ফাইনালে উঠেছিল বেঙ্গালুরু। কিন্তু কখনও ট্রফি জিততে পারেনি। কোহলির ট্রফি ক্যাবিনেটে বিশ্বকাপ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থাকলেও তাই আইপিএল নেই। ১৮তম আইপিএল কি ১৮ নম্বর জার্সিধারীর হাতে উঠবে?বৃহস্পতিবারের ম্যাচে কোহলির তেমন কোনও ভূমিকা নেই। শুরুটা করেছিলেন যশ দয়াল, ভুবনেশ্বর কুমার, জস হেজলউডেরা। তাঁদের দাপটে ১০১ রানে শেষ হয়ে যায় পঞ্জাবের ইনিংস। লজ্জার রেকর্ড গড়েন শ্রেয়সেরা। ১৪.১ ওভারে অল আউট হয়ে যায় গোটা দল। অর্থাৎ, ১২০ বলের মধ্যে ৩৫ বল খেলতেই পারেনি তারা। আইপিএলের প্লে-অফের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও দল এত কম ওভারে অল আউট হল।পঞ্জাব এবং বেঙ্গালুরু এখনও পর্যন্ত সব বছর আইপিএল খেললেও কখনও ট্রফি জিততে পারেনি। তাই এ বারের কোয়ালিফায়ারে দুই দলেরই মরিয়া লড়াই দেখার অপেক্ষায় মাঠ ভরিয়েছিলেন দর্শকেরা। ম্যাচটি ছিল পঞ্জাবের ঘরের মাঠ চণ্ডীগড়ে। ফলে মাঠ ভরিয়েছিলেন পঞ্জাবের সমর্থকেরা। কিন্তু সেই দর্শকদের সামনে লজ্জার রেকর্ড গড়ে মাঠ ছাড়তে হল পঞ্জাবকে।

গাসকেটের কেরিয়ার শেষ করে ফরাসি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে সিনার, এক সেট খুইয়ে জয় জেরেভের

ফরাসি ওপেনে ইয়ানিক সিনারের জয়রথ অব্যাহত। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে রিচার্ড গাসকেটকে স্ট্রেট সেটে (৬-৩, ৬-০, ৬-৪) হারালেন পুরুষদের শীর্ষবাছাই তারকা। এই ম্যাচেই শেষ হয়ে গেল গাসকেটের কেরিয়ার। ২৩ বছর পেশাদার টেনিস খেলে অবসর নিলেন ফরাসি খেলোয়াড়। পুরুষদের তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভও তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। জেসপার ডি জংয়ের বিরুদ্ধে এক সেট খুইয়ে (৩-৬, ৬-১, ৬-২, ৬-৩) ম্যাচ জিতেছেন তিনি। নিজের ২২তম ফরাসি ওপেনে নেমেছিলেন গাসকেট। তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ বারই শেষ। ৩৮ বছরের গাসকেটের কাছে সিনারের শটের কোনও জবাব ছিল না। ইটালির খেলোয়াড়ের শক্তিশালী সার্ভিস ও রিটার্নের কাছে হার মানতে হয় তাঁকে। ১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিটের লড়াইয়ে তিনি সেটে ম্যাচ জিতে নিলেন সিনার। গ্র্যান্ড স্ল্যামে টানা ১৬টা ম্যাচ জিতলেন ইউএস ওপেন ও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের গত বারের চ্যাম্পিয়ন। ১৯৯০ সালের পর জন্ম নেওয়া টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে এটা রেকর্ড।ম্যাচ শেষে গাসকেটকে ভবিষ্যতের শুভেচ্ছা জানান সিনার। তিনি বলেন, "আমরা আলাদা প্রজন্মের খেলোয়াড় হলেও কোর্টের বাইরে আমাদের সম্পর্ক বেশ ভাল। এটা তোমার মুহূর্ত। তোমার পরিবার ও দলকে শুভেচ্ছা। এত বছর ধরে টেনিস খেলা মুখের কথা নয়। অবসরের পরেও সকলে তোমাকে মনে রাখবে।" গাসকেট তাঁর কেরিয়ারে এক বারই বিশ্বের এক নম্বরকে হারিয়েছেন। ২০০৫ সালে মন্টে কার্লো ওপেনে তৎকালীন এক নম্বর রজার ফেডেরারকে হারিয়েছিলেন তিনি। ১৬টা এটিপি ট্রফি জেতা গাসকেটের শেষটা নিজের দেশের কোর্টে হল। এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা টেনিস তারকার কাছে হারলেন তিনি। কেরিয়ারে গাসকেটের সবচেয়ে ভাল র‍্যাঙ্কিং ছিল ৭। ওপেন এরায় ফরাসি টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (৬১০) জিতেছেন তিনি। তৃতীয় রাউন্ডে চেকিয়ার জিরি লেহেচকার বিরুদ্ধে খেলবেন সিনার। এর আগে দু'বারের সাক্ষাতে দু'বারই লেহেচকাকে হারিয়েছেন তিনি।অন্য ম্যাচে জেসপারের বিরুদ্ধে শুরুতে সমস্যায় পড়েন জেরেভ। তাঁর সার্ভিসে সমস্যা হচ্ছিল। এক বার ডাবল ফল্টও করেন তিনি। তার ফায়দা তোলেন জেসপার। জেরেভের সার্ভিস ভাঙেন তিনি। ফলে প্রথম সেট হারেন বিশ্বের তৃতীয় বাছাই। দ্বিতীয় সেটে ফিরে আসেন তিনি। তাঁকে সাহায্য করেন জেসপার। সার্ভিসে ভুল করতে শুরু করেন তিনি। গোটা ম্যাচে তিনটে ডাবল ফল্ট করেন জেসপার। এক বার ছন্দ পেয়ে যাওয়ার পর জেরেভকে আর থামানো যায়নি। পর পর তিনটে সেট জিতে ম্যাচ জিতে যান তিনি। তৃতীয় রাউন্ডে জেরেভ কার মুখোমুখি হবেন তা এখনও ঠিক হয়নি।

গত বারের মতো এ বারেও বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ শুরু ১১ জুন, ১৭ দিনে শেষ প্রতিযোগিতা

গত বার বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ শুরু হয়েছিল ১১ জুন। এ বারেও ১১ জুন থেকেই শুরু হবে প্রতিযোগিতা। ইডেন গার্ডেন্সে হবে প্রথম ম্যাচ। ফাইনালও ইডেনেই।আইপিএল শেষ হবে ৩ জুন। তার পরেই শুরু হয়ে যাবে বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ। গত বারের মতো এ বারেও চিন্তা থাকবে বৃষ্টি নিয়ে। কারণ বর্ষার মধ্যেই হবে প্রতিযোগিতা। গত বার একটি ম্যাচ বৃষ্টির কারণে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এ বার বাংলায় বর্ষা সময়ের আগে ঢুকে গিয়েছে। ফলে বেঙ্গল প্রো লিগে সমস্যা তৈরি করতে পারে বৃষ্টি।

আইপিএল শেষ না হলে বেঙ্গল প্রো লিগ শুরু করা যায় না। আবার আইপিএল শেষ হতে হতেই বর্ষা ঢুকে যায় বাংলায়। ফলে জুন মাসের এই সময়েই টি-টোয়েন্টি লিগ আয়োজন করতে হয় বাংলার ক্রিকেট সংস্থাকে।পুরুষ এবং মহিলাদের লিগ একসঙ্গেই চলে। ১১ জুন থেকে শুরু হবে ছেলেদের লিগ। পরের দিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সল্ট লেকের মাঠে শুরু হবে মহিলাদের লিগ।পুরুষদের লিগে প্রথম ম্যাচ খেলবে সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা এবং মুর্শিদাবাদ কিংস। ইডেনে খেলে শুরু হবে রাত ৮টা থেকে। ২৪ জুন পর্যন্ত চলবে লিগ ম্যাচ। ২৬ জুন দু'টি সেমিফাইনাল হবে ইডেনে। ২৮ জুন হবে ফাইনাল।মহিলাদের লিগে প্রথম ম্যাচ মুর্শিদাবাদ কুইন্স বনাম হার্বার ডায়মন্ডস। লিগের শেষ ম্যাচ ২৫ জুন। ২৭ জুন হবে সেমিফাইনাল। ফাইনাল ইডেনে ২৮ জুন দুপুরে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রাস্তার বেহাল দশা, কাঁধে করেই সদ্যোজাত শিশু ও মাকে বাড়ি নিয়ে এলেন পরিজনেরা, শীতঘুমে দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। রাস্তার বেহাল দশার ফলে প্রসূতি মা ও শিশুকে চাঙ্গারি করে কাঁধে তুলে বাড়ি পৌঁছাতে হল। রাস্তার করুণ দশায় নাজেহাল সাধারণ জনগণ। তবে শীত ঘুমে আছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ। অভিযোগ বারবার জন প্রতিনিধিদের দৃষ্টিতে বিষয়টি নিয়ে আসলেও রাস্তা সংস্কারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না তারা। ফলে একপ্রকার বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়েছেন রোগীসহ তাদের আত্মীয় পরিজন।

প্রসূতি মা ও তার শিশুকে খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়ক থেকে খামারটিলায় নিয়ে যাওয়া হল চাঙ্গারি করে। সিজারিয়ান এর মাধ্যমে হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশুর জন্ম দিয়েছেন মা। শিশু ও মা দুজন সুস্থ ফলে এবারে বাড়ি ফেরার পালা। কিন্তু মূল সড়ক থেকে বাড়িতে যাওয়ার রাস্তাটি এতটাই জর্জরিত অবস্থায় যে কোনভাবেই অসুস্থ রোগীকে সে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে সদ্যোজাত শিশু ও মাকে চাঙ্গারি করে বাড়ি ফিরলেন বাবা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন স্থানীয়রা। এরকমই দুর্লভ দৃশ্য উঠে আসলো খোয়াই থেকে। ঘটনা সেই বহু চর্চিত খোয়াই তেলিয়ামুড়া রোড থেকে খামারটিলার রাস্তাটিতে।

একটি গ্রাম পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে সবার থেকে। কিন্তু কারোরই কোন হেলদোল নেই। এর আগেও অসুস্থ রোগীকে এই রাস্তা দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ভাইরাল হয়। আবারো সেই একই দৃশ্য উঠে আসলো যা দেখে সত্যিই মেনে নেওয়া যায় না। উল্লেখ্য খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়ক থেকে খামারটিলা যাওয়ার রাস্তাটি গত কিছুদিন আগে চওড়া করা হয়েছে এবং সেটিতে লাল মাটি ফেলা হয়েছে। ফলে বৃষ্টিতে সেটি আরো চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ কোন ভাবে এ রাস্তা পারাপার করলেও, কোন অসুস্থ রোগীকে এ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ফলে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন এলাকাবাসীরা। যদি হঠাৎ এলাকায় কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অথবা যে কোন এলাকাবাসী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তার জীবন বাঁচানো দায় হবে বলেই অভিমত এলাকাবাসীর।

বিশালগড়ে রড চুরি করতে এসে গাড়ি ফেলে পালাল চোরের দল, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ!

বিশালগড়, ১ জুন : কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোটে নির্মীয়মাণ আইওসি (জ্জঞ্জঙ্খ) প্রকল্প থেকে রড চুরি করতে এসে এলাকার যুবকদের তাড়া খেয়ে গাড়ি ফেলে পালাল একদল চোর। এই ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।জানা গেছে, গত শনিবার গভীর রাতে প্রায় ১০-১২ জনের একটি চোরের দল টিআর ০৭ — ১৯৩৭ নম্বরের একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি নিয়ে সেকেরকোটের আইওসির সংলগ্ন একটি রাবার বাগানের নির্জন স্থানে আসে। সেখানে তারা মদ পান করার পর রড চুরি করতে যায়। চুরির বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় যুবকরা দ্রুত চোরদের ঘিরে ফেলে। যুবকদের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরের দল দ্রুত পালিয়ে গেলেও, একজন চোরকে প্রথমে আটক করা সম্ভব হয়। তবে সেও পরে যুবকদের হাত ফস্কে পালিয়ে যায়। কিন্তু চুরির কাজে ব্যবহৃত বোলেরো গাড়িটি রাবার বাগানের মাঝেই ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হয় তারা।রাতেই এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আমতলী থানায় খবর দেওয়া হয়। অভিযোগ, আমতলী থানার পুলিশ রাতে ঘটনাস্থলে আসেনি। রবিবার সকালে পুলিশ এলেও, চুরির কাজে ব্যবহৃত গাড়িটি তারা নিয়ে যায়নি।রবিবার সকালে এলাকার এক জনপ্রতিনিধি সাংবাদিকদের কাছে এই তথ্য তুলে ধরতে গিয়ে আমতলী থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, সেকেরকোট আইওসি প্রকল্পের আশেপাশে মাদকের রমরমা ব্যবসা চলছে, কিন্তু পুলিশ এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এর ফলস্বরূপ আইওসি সংলগ্ন এলাকায় দিন দিন চোরের উপদ্রব বাড়ছে। এই ঘটনায় এলাকাবাসীর ধারণা, আইওসিতে প্রহরী থাকা সত্ত্বেও কীভাবে চোরেরা রড চুরি করতে আসে, তাতে নিশ্চয়ই আইওসির ভেতরের কারো মদত রয়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত বোলেরো গাড়িটি এখনও রাস্তায় পড়ে আছে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

৭ কোটি টাকার ইয়াবা সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়ায় আসাম রাইফেলস এবং ডিআরআই- এর যৌথ অভিযানে ৭ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেপ্তার দুই যুবক।

মাদক পাচারের বিরুদ্ধে এক বড় সাফল্য পেল আসাম রাইফেলস, রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর (ডিআরআই)। এক যৌথ অভিযানে, রবিবার ভোরে তেলিয়ামুড়ায় একটি গাড়ি থেকে ৭০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। গাড়িতে থাকা দুই যুবক সহ পাচারকাজে

ব্যবহৃত গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। টি আর০১ত্তবিএলত্ত০৩৩৭ নম্বর নিবন্ধন নম্বর সহ একটি ওয়াগনআর-এ চোরাচালান করা হচ্ছিল। জব্দকৃত মাদকদ্রব্যের আনুমানিক বাজার মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে ৭ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে। অভিযান চলাকালীন দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে, তারা হলেন পশ্চিম ত্রিপুরার বাসিন্দা শামল মজুমদার এবং উত্তর ত্রিপুরার বাসিন্দা মলয় দেবনাথ। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য সহ আটক ব্যক্তিদের আরও তদন্ত এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিআরআই-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস এবং ‘২৫তম সানডে অন সাইকেল’ উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস এবং ‘২৫তম সানডে অন সাইকেল’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে রবিবার সকালে এক বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করে সাই স্টেক আগরতলা। উমাকান্ত স্কুল থেকে প্যারাডাইস চৌমুহনী হয়ে সাই স্টেক বাঁধারঘাট পর্যন্ত আয়োজিত এই র‍্যালিতে ৮০-রও বেশি অংশগ্রহণকারী সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের ডিরেক্টর, পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত ডাঃ দীপা কর্মকার, আগরতলার সাইকেল মেয়র গোপেশ দেবনাথ, উপ-পরিচালক বিপ্লব দত্ত ও প্রবাল কান্তি দেব, সূর্যকান্ত পাল এবং সাই স্টেক আগরতলার ইনচার্জ। র‍্যালির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব যানবাহনের প্রচার এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

গন্ডাছড়ায় কৃষি ভবনের রহস্য: ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ভবন ৩ মাস ধরে অব্যবহৃত!

গন্ডাছড়া, ১লা জুন ২০২৫: ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায় এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলেন মহকুমা বাসী। কৃষকদের সুবিধার জন্য ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি অত্যাধুনিক দ্বিতল ভবন উদ্বোধনের তিন মাস পরও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এর ফলে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে রাজ্যের কৃষি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই দ্বিতল ভবনটি উদ্বোধন করেন। উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের তাদের উৎপাদিত ফসল খোলা আকাশের নিচে রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে রাস্তার ধারে বিক্রি করার পরিবর্তে একটি সুসংগঠিত স্থানে তা বাজারজাত করার সুযোগ করে দেওয়া। মহকুমাটি কৃষি প্রধান অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও কৃষকদের এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখে রাজ্য সরকার ২০২৩ সালে এই ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়।

তবে উদ্বোধনের তিন মাস পেরিয়ে গেলেও মহকুমা প্রশাসন এবং মহকুমা কৃষি দপ্তর কৃষকদের মধ্যে এই দ্বিতল ভবনটি বন্টন করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, উদ্বোধনের কিছুদিন পরেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ভবন পরিচালনার জন্য ‘এগ্রি প্রডিউস মার্কেট কমিটি (ঙ্ঞ্ঞ্ঝ)’ নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই যেহেতু মহকুমাটি এডিসি (আদিবাসী স্বশাসিত জেলা পরিষদ) এলাকায় অবস্থিত, তাই এডিসি’র সদর দপ্তর কুমুলুং থেকে দ্বিতল ভবনটি নিয়ে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়।

দুটি কমিটিতেই মহকুমার শাসক দল এবং রাজ্য সরকারের দুই শরিক দলের প্রতিনিধিরা স্থান পেলেও, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে দ্বিতল ভবনটি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা সম্ভব হচ্ছে না। জানা গেছে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এডিসি প্রশাসনকে একটি চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে যে যেহেতু ভবনটি রাজ্যের কৃষি দপ্তর থেকে নির্মিত হয়েছে, তাই রাজ্য কৃষি দপ্তর থেকেই কমিটি গঠিত হবে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের এই চিঠির উত্তর এখনও এডিসি প্রশাসন রাজ্য সরকারকে দেয়নি। বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত সূত্রগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ত্রিমুখী রাজনৈতিক নেতৃত্বদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং প্রশাসনিক বিলম্বই এই ভবন বিতরণে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষকদের জন্য নির্মিত এই সুবিধার অব্যবহার স্থানীয় কৃষক এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মধ্যে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। স্থানীয় কৃষকদের কথায়, “আমাদের অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।”

এই ঘটনা সরকারি উদ্যোগ এবং বিপুল সরকারি তহবিল বরাদ্দের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। পরিস্থিতি যখন ক্রমশ জটিল হচ্ছে, কৃষক এবং সাধারণ নাগরিক উভয়ই কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দ্রুত স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা দাবি করছেন। কবে এই ভবন কৃষকদের কাজে আসবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

উদয়পুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করল সিএনজি ও অটো চালকরা, ট্রাফিক ডিএসপির বিরুদ্ধে গালিগালাজের অভিযোগ

উদয়পুর, ১ জুন: শনিবার উদয়পুর ব্রহ্মাবাড়ী এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সিএনজি গ্যাস বহনকারী গাড়ি ও অটোচালকেরা। ট্রাফিক পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধে গাড়িচালককে গালিগালাজ ও গাড়ির চাকায় লক লাগানোর অভিযোগ ঘিরেই এই উত্তেজনার সূত্রপাত।

ঘটনাসূত্রে জানা যায়, সিএনজি বহনকারী একটি গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকায় তাতে লক লাগিয়ে দেয় উদয়পুর ট্রাফিক ইউনিট। অভিযোগ, সেই সময় জাতীয় সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক। জাতীয় সড়কে ট্রাফিক জ্যামের কারণ দেখিয়ে ওই গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন ডিএসপি মিনাল কান্তি দাস।

সিএনজি চালকদের অভিযোগ, শুধু লক লাগিয়েই ক্ষান্ত হননি ডিএসপি, গাড়িচালককে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করেন। এর প্রতিবাদে সমস্ত সিএনজি গ্যাস বহনকারী চালকেরা একযোগে গ্যাস বিতরণ বন্ধ করে দেন। ফলে উদয়পুর মহকুমার সব সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন অটো চালকেরাও গ্যাস না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। অল্প সময়ের মধ্যেই অটোচালক ও সিএনজি চালকেরা একত্রিত হয়ে ব্রহ্মাবাড়ী এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পিচের রাস্তা থেকে অনেক নিচে রাখা গাড়িতে লক লাগানো এবং চালককে গালিগালাজ করার অভিযোগেই এই অবরোধ শুরু হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাস ও রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ। প্রায় দেড় ঘণ্টা চলা এই অবরোধ শেষে নির্মাণ দাসের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এর মধ্যে জাতীয় সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে সিএনজি চালকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে ডিএসপি মিনাল কান্তি দাস বিষয়টি ‘অনিচ্ছাকৃত ভুল’ বলে ব্যাখ্যা দেন এবং ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও চালকদের মধ্যে অসন্তোষ এখনো পুরোপুরি কাটেনি।

লুধুয়া চা বাগানকে ইকো ট্যুরিজম পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা হবে: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন:রাজ্যের নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরতে পর্যটন দপ্তর কাজ করছে। এরই অঙ্গ হিসেবে লুধুয়া চা বাগানকে ইকো ট্যুরিজম পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এরজন্য ইতিমধ্যে একটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্বে প্রায় ৩২ কোটি টাকার ডিপিআর তৈরি করা হচ্ছে। আজ সাবুমস্থিত লুধুয়া চা বাগান ও তার সংলগ্ন স্থান পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই চা বাগানকে ইকো ট্যুরিজম পার্ক হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে যাবে। এই চা বাগানে নৌকাবিহারের সুবিধাযুক্ত জলাশয়, ক্যাফেটোরিয়া, রোপওয়ে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে বন্যা পরিস্থিতি: জনজীবন বিপর্যস্ত, বহু পরিবার আশ্রয়হীন

ধর্মনগর, ১লা জুন : ত্রিপুরার উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমা টানা বৃষ্টিপাতের ফলে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে। গত কয়েকদিনের অবিরাম বর্ষণে ধর্মনগরের সিগন্যাল বস্তি, কামেশ্বর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

নদীর জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং বেশিরভাগ এলাকাতেই সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা। এর প্রভাবে বহু পরিবার তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় ত্রাণ শিবিরগুলিতে ঠাঁই নিয়েছেন।

বন্যার কারণে শুধু জনজীবনই নয়, ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কৃষিজমিরও। বিস্তীর্ণ কৃষিজমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় কৃষকরা চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। তাদের আশঙ্কা, এই বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হবে।

স্থানীয় প্রশাসন বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিপদগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ পুরোদমে চলছে এবং দুর্গতদের সবরকম সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রশাসন জনগণকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে।

বন্যা কবলিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোও তৎপরতা দেখাচ্ছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা চলছে। তবে, বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, ধর্মনগরে স্বাভাবিক জনজীবন ফিরতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে।

ধর্মনগরের জুরি নদীতে অজ্ঞাত বৃদ্ধের অর্ধমৃত দেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

ধর্মনগর, ১ জুন : উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের দক্ষিণ নয়াপাড়া এলাকার শচীন্দ্র সরণীতে সোমবার রাতে ঘটে গেল এক রহস্যজনক ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা। স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, ওই এলাকার বাসিন্দা মতন পালের বাড়ির পেছনে অবস্থিত জুরি নদীতে এক অজ্ঞাত বৃদ্ধকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান স্থানীয়রা।

ঘটনাটি নজরে আসতেই এলাকাবাসী তড়িঘড়ি খবর দেন ধর্মনগর দমকল দপ্তরে। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং তৎপরতার সঙ্গে অনেক চেষ্টার পর ওই বৃদ্ধকে নদী থেকে উদ্ধার করেন। পরে তাঁকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৃদ্ধের শরীরে গুরুতর কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। তবে কীভাবে তিনি নদীতে পড়লেন, স্বাভাবিকভাবে নাকি কোনো ধাক্কা বা দুর্ঘটনার কারণে, তা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ওই বৃদ্ধের নাম, পরিচয় বা বাড়ির ঠিকানা কিছুই জানা যায়নি। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে কেউ যদি ওই ব্যক্তিকে চিনে থাকেন, তাহলে যেন অবিলম্বে থানায় যোগাযোগ করেন।

ঘটনার পর থেকেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি, এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশাসনের তরফে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

দেশের নীতি আয়োগের বৈঠক নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিধলেন কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে দেশের নীতি আয়োগের বৈঠক সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলেন প্রদেশ কংগ্রেস কংগ্রেস মুখপাত্র সুবীর চক্রবর্তী।

তিনি প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, গত ২৪শে মে দেশের নীতি আয়োগের বৈঠকে অনেক কর্মসূচির পাশাপাশি নারীদের সম্পর্কিত বিষয়ে বলতে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে আরও মহিলা কর্মী বাড়ানোর কথা বলেন। তার জন্য নয়া নীতি গ্রহণ করার কথাও বলেন। যাতে নাকি নারীদের সম্মানের সঙ্গে দেশের কর্মশক্তির সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। যদিও এ বছরের প্রথম দিকে সরকারি তথ্য থেকে বেরিয়ে আসা রিপোর্টে দেখা গেছে এই সময়ে দেশের প্রায় ৯ কোটি মহিলা কর্মক্ষেত্রের বাইরে চলে গেছে। তেমনি মোদিজীর বহু ঘোষিত আধা সামরিক বাহিনীতে ৩৩ শতাংশ মহিলা নিযুক্তির সিদ্ধান্তের বেলুনও ফুটো করে দিয়েছে ২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রকাশিত রিপোর্টে। যা থেকে জানা যায় , এই সময়ে আধা সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ মাত্র ৪.৩৭শতাংশ। মহিলা সশক্তিকরণ তো দূর অস্ত, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের দাবিয়ে রাখার চিত্র সর্বত্রই বিরাজমান। এমনকি, দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সেনা বাহিনীতে মোদি সরকার যে মহিলাদের দাবিয়ে রেখে বঞ্চনা করে চলছে তা তো দেশের সুপ্রিম কোর্টই প্রমাণ করে দিয়েছে। বর্তমান সময়ে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে দেশ আলোড়িত।

তাঁর কথায়, যদিও এক্ষেত্রে বিজেপি ও মোদি সরকার অপারেশন সিঁদুরের একশো শতাংশ সাফল্যের ভাগীদার ভারতীয় সেনা বাহিনী ও তার দুই মহিলা আধিকারিক সুফিয়া কুরেশি ও ব্যোমিকা সিং”র কৃতিত্বকে খাটো করে মোদিজীর সাফল্যকেই সারা দেশে সরকারি অর্থে বিজ্ঞাপনি প্রচারে ব্যস্ত। ১৭ই ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট মোদি সরকারের কর্মক্ষেত্রে এই লিঙ্গ বৈষম্যের তীব্র সমালোচনার সাথে মহিলা সেনা অফিসারদের নিয়ে সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করে কুরেশি সহ ১২ জন মহিলা সেনা অফিসারদের অ্যাক্টিভ ডিউটি প্রদানের আদেশ দেন।দেশের মহিলাদের নিরাপত্তা, জীবন, সম্মান, সম্ভ্রম যে আজ কতটা বিপন্ন তা এই ঘটনার সাথে সাথে বিস্তৃত ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরে ২০২৪ সালের শেষার্ধের রিপোর্টে চোখ বুলালেই মোদিজীর ”বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও” বেআব্রু চেহারাটা বোঝার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। ২০০৪-২০১৪ ইউপিএ সরকারের তুলনায় নারী ও কন্যাশিশুজনিত অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি ২৮ শতাংশ বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। ধর্ষণ, গণধর্ষণের যতটা ঘটনা দেশে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাতে দেখা যায় প্রতিদিন ৮৮টি ঘটনা লিপিবদ্ধ হচ্ছে। এতে ১১টি হচ্ছে আদিবাসী বা দলিত মহিলার। গ্রেফতারের হার মাত্র ২৫ শতাংশ। সাজার হার ৪৩.৮ শতাংশ। এছাড়া স্কুল কলেজ, অফিসে আদালতে বিভিন্ন বয়সে মহিলাদের শ্লীলতাহানি হওয়ার ঘটনা তো আজ অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব ক্ষেত্রে অভিযুক্ত অপরাধীদের নব্বই শতাংশের বেশি শাসক দলীয় দুষ্কৃতিকারী বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। ফলে গ্রেফতারের সংখ্যা যেমন কম, তেমনি পুলিশের দুর্বলতার সুযোগে সাজার হারও অনেকটাই কম। এসবই অতীতের সর্বকালীন রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। যেভাবে রাজ্যটা চলছে তাতে মুখ্যমন্ত্রী আইনশৃঙ্খলার যতই উন্নতির কথা তুলে ধরুক বা আইনভঙ্গকারীদের ক্ষেত্রে ”জিরো টলারেন্স”র কথা প্রচার করুক না কেন, কার্যত নারীঘটিত অপরাধ, নেশা বাণিজ্যের অধিকারী, মানব পাচারকারী, নিগো মাফিয়া, জমির দালালরা সর্বত্র বিরাজমান।।

আরবিআই”র রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, দেশের ৫৪ শতাংশ নারী ও ৫২ শতাংশ শিশু অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার। আমাদের রাজ্যে এই হার মহিলা ৬১.৫ শতাংশ, শিশু ৬৪.৩ শতাংশ। মা-বোন-শিশুকন্যাদের ইজ্জত, শালীনতা রক্ষা সহ দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এই ট্রিপল ইঞ্জিন সরকারকে হঠাতে কংগ্রেসের উদ্যোগে ঐক্যবদ্ধভাবে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই বলে কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

জামাইষষ্ঠীতেও নেই উৎসবের আমেজ, বৃষ্টির জেরে মিষ্টি ও বাজারে বেচাকেনায় ধস

আগরতলা, ১ জুন: রবিবার ছিল বাঙালি পরিবারের এক বিশেষ উৎসব জামাইষষ্ঠী। প্রতিবছর এই দিনে রাজধানী আগরতলার বাজার ও মিষ্টির দোকানগুলিতে জমজমাট ভিড় লক্ষ করা গেলেও এ বছর চিত্র ছিল একেবারেই ভিন্ন। টানা বৃষ্টিপাত ও প্লাবন পরিস্থিতির জেরে জামাইষষ্ঠীর উৎসবেও পড়েছে ভাটা।

রাজধানীর নামী মিষ্টির দোকানগুলিতে গ্রাহকদের আনাগোনা ছিল চোখে পড়ার মতো কম। দোকানদাররা জানিয়েছেন, প্রতিবছরের মতো এবছরও তাঁরা জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে বিশেষ মিষ্টি প্রস্তুত করলেও তেমন বিক্রি হয়নি। প্রবল বৃষ্টির কারণে বহু মানুষই বাইরে বের হননি, ফলে মিষ্টির চাহিদা তলানিতে ঠেকেছে। একই চিত্র ধরা পড়েছে মাছ ও মাংসের বাজারেও। জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে বিশেষত মাছের বাজারে যে ভিড় দেখা যায়, তা এ বছর কার্যত অনুপস্থিত ছিল। বিক্রেতারা জানান, গত বছর যেখানে দিনে অন্তত কয়েক হাজার টাকার বিক্রি হত, এবার তা কয়েকশো টাকাতেই আটকে গিয়েছে।

বাজার ব্যবসায়ীদের কথায়, “বছরের এই দিনটির জন্য আমরা অনেক প্রস্তুতি নিই। কিন্তু এবার বৃষ্টির কারণে মানুষ বাজারমুখীই হয়নি। জামাইষষ্ঠীর মতো দিনে এমন বেচাকেনা না থাকলে, ব্যবসা চালানোই কষ্টকর হয়ে যায়।”বন্যা ও দুর্যোগের কারণে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হওয়ায় উৎসবের আনন্দেও তার প্রভাব পড়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণ বা বিশেষ সহায়তা পাওয়ার দাবিও তুলেছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় টানা বৃষ্টির কারণে প্লাবন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন ত্রাণ শিবিরে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষ যেমন বিপাকে পড়েছেন, তেমনই প্রভাব পড়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ওপরও।

ভারী বৃষ্টিতে প্লাবিত কৈলাসহরের বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল, শিরিনার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন প্লাবিত এলাকার জনগণ

প্রশাসনিক নজরদারির অভাব, অভিযোগ কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। বাড়ছে মনু নদীর জল। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বিভিন্ন নিম্নাঞ্চলগুলি। ইতিমধ্যেই শরণার্থী শিবিরের আশ্রয় নিয়েছেন অনেকেই। প্লাবিত এলাকাগুলিতে পরিদর্শন করেছেন এসডিএম প্রদীপ সরকার। লাগাতার বৃষ্টির ফলে জনজীবন বিঘ্নিত হচ্ছে ঊনকোটি জেলাতেও।

এদিকে রবিবার সকালেও ভারী বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা গেছে কৈলাশহরে। তবে দুপুর দুটার পর থেকে সন্ধ্যা পযর্ন আর বৃষ্টি না হওয়ায় সময়ের সঙ্গে শহর এলাকার জল কিছুটা নামলেও নিম্নাঞ্চলগুলি এখনো প্লাবিত রয়েছে। বিশেষ করে প্লাবিত হয়েছে

গোবিন্দপুর, পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড, দক্ষিণ কাচেরঘাট এবং উত্তর কাচেরঘাট এলাকা। ওই এলাকাগুলির বেশিরভাগ জনগণ আশ্রয় নিয়েছেন শরণার্থী শিবিরে। ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শরণার্থী শিবির খুলে দেওয়া হয়েছে। কৈলাসহরের চন্ডিপুর ব্লক এবং গৌরনগর ব্লক মিলিয়ে মোট ৩৫ টি বিদ্যালয়কে শরণার্থী শিবিরের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে রবিবার সন্ধ্যে পর্যন্ত মোট ছয়টি বিদ্যালয়ে শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছেন। রবিবার সন্ধ্যের পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই বিদ্যালয়গুলিতে মোট ৭২৯ জন শরণার্থী রয়েছেন। এদিকে সকাল থেকেই বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরেগিয়ে শরণার্থীদের খোঁজখবর নিয়েছেন এসডিএম প্রদীপ সরকার।

তিনি জানান, শহর এলাকার জল ধীরে ধীরে কমছে। তবে যে সকল নিম্ন অঞ্চলগুলি প্লাবিত হয়েছে সেখান থেকে সাধারণ নাগরিকদের উদ্ধার করে যেন নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা যায় সেজন্য সকাল থেকে সার্বিক চেষ্টা করা হচ্ছে। এনডিআরএফের সাহায্যে নিম্নাঞ্চলগুলিতে আটকে পড়া জনগণকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী শরণার্থী হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে। এখনো যারা বাড়িঘরে আটকে আছেন, তাদের অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন এসডিএম প্রদীপ সরকার। তিনি বলেন শরণার্থী শিবিরে থাকা জনগণের যেন কোন ধরনের অসুবিধা না হয় সেজন্য প্রশাসন সার্বিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে তিনি আরো জানান, মন্ত্রীর টিংকু রায়ের সঙ্গে আলোচনার পর জল সম্পদ দপ্তরের সাহায্যে গোবিন্দপুর এলাকায় থাকা পাম্পগুলি চালু করা হয়েছে। ফলে দ্রুত ও শহর এলাকার জল নিষ্কাশন করা হচ্ছে।

এদিকে রবিবার কৈলাসহরের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিত সিনহা বলেন, বন্যা কবলিত এলাকায় প্রশাসনিক সাহায্য নেই। কোনো ধরনের মাইকিং করা হচ্ছে না। ফলে বন্যা প্লাবিত এলাকাগুলিতে আটকে আছেন সাধারণ নাগরিক। এনডিআরএফ কর্মীদের সংখ্যাও কম বলে অভিযোগ করেন তিনি। এদিকে মনু নদীর জলস্তর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এই জলস্তর সংকট স্তরের উপর দিয়ে বইছে। বিকেল ৫.৫০ মিনিটে মনু নদীর জলস্তর ২৩.৬৫ মি রেকর্ড করা হয়েছে। যা বিপদ সীমা থেকে কিছুটা নিচে। ২৪. ০০ মিটার জলের স্তর বৃদ্ধি পেলে এটি বিপদসীমা হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে রবিবার রাতে আরো বৃষ্টি হলে এই জলস্তর আরো বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়াও শহরের উত্তরাঞ্চল এলাকাগুলিতে বন্যার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন নিচু জায়গা গুলি ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়েছে। সেখানে ও সাধারণ নাগরিক আশ্রয় নিয়েছেন শরণার্থী হিসেবে। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে প্রশাসন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas